MIJAN
# মীযান
সা প্তা হি ক
RNI Regd. No. 30196/1991



৪৮ বর্ষ ▸ ৩৬ সংখ্যা ▸ ১৩ জুন ২০২১, রবিবার ▸ ২৯ জৈষ্ঠ, ১৪২৮ ▸ ১ জ্বিলকদ, ১৪৪২ হিজরি ▸ মূল্য- ৫ টাকা ▸ Vol 48, Issue 36, 13 June 2021 ₹- 5.00

# দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে

## কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার অধিবেশনে জামাআতের সিদ্ধান্ত

**মিযান ডেস্কঃ** ২-৩ জুন জামাআতে ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার (কর্ম পরিষদ) অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশ্বসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

জাতীয় অবস্থাক্ত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জামাআত মনে করে দেশে ব্যাপকহারে বেকারি ও দরিদ্রতা বাড়ছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ, কর্তৃত্ববাদ, স্বচ্ছতার অভাব, আইনশৃঙ্খলার অবনতি গত কয়েক বছর ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সচেতন নাগরিকরা এতে উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েছেন।

বিশেষ করে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এইসব অবস্থা বিরাজমান। উত্তরপ্রদেশ সরকারের অযোগ্যতা এবং রাজ্যের সকল ডিপার্টমেন্টের অব্যবস্থা, ত্রুটিবহুল ও অস্বাস্থ্যকর কার্যকলাপের জন্য গরিবি ও বেকারত্ব বাড়ছে।

রাজনৈতিক অবস্থানে যারা বিরোধী তাদের নিস্পেষণ করা হচ্ছে। ভিন্নমতের লোকেদের উপর দমন নীতি কার্যকর করা হচ্ছে। লোকেদের ওপর দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করা হচ্ছে। ভুয়ো সংঘর্ষের নামে রাজনৈতিক খুন অবাধে চলছে।

> কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভগুলিকে এবং আইনসভা, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক, ইডি এবং সিবিআইকে ব্যবহার করছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বভৌমত্ব ও সংহতির ওপর মারাত্মক আঘাত হানা হচ্ছে।

যারা অভিযোগ দায়ের করতে চাইছেন তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গোটা রাজ্যটি পুরোপুরি এক নৈরাজ্যময় ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। ন্যাক্কারজনক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গণপিটুনি এবং গোষ্ঠী সহিংসতার ঘটনাকে আবার বাড়তে দেয়া হচ্ছে।

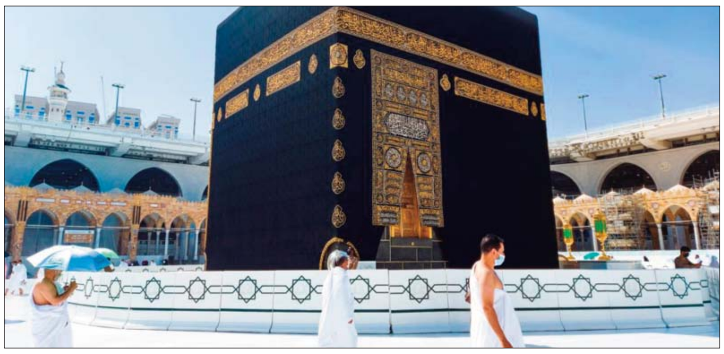
জামাআতের এই অধিবেশন মনে করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভগুলিকে এবং আইনসভা, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক, ইডি এবং সিবিআইকে ব্যবহার করছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বভৌমত্ব ও সংহতির ওপর মারাত্মক আঘাত হানা হচ্ছে।

জামাআতের অভিমত হলো এমতাবস্থায় গনমাধ্যমের একটা বড় অংশ দায়িত্বহীন আচরণ করছে। জনগনের আশাআকাঙ্খার প্রতিফলন তাদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাদের সমস্যাগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসছে না। সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে না। সরকারের ভুল নীতিগুলিকে সমালোচনা না করে সরকারের প্রশংসা করে যাচ্ছে।

জামাআত মনে করে, সামাজিক অবস্থা দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে যাচ্ছে। দুর্বল শ্রেণী, পশ্চাদপদ গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু এবং নারীদের প্রতি নির্যাতন বেড়েই চলেছে। ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ঘৃণাবিদ্বেষ, শত্রুতাকে বাড়ানো হচ্ছে তুচ্ছ রাজনৈতিক স্বার্থে। দেশকে ঘোর সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ▸ এরপর তিনের পাতায়

# এবারও করোনা প্রকোপের ফলে বিদেশিদের জন্য বন্ধ হল হজ

## হজের সুযোগ পাবেন শুধু সৌদির নাগরিক



**মিযান ডেস্কঃ** অবশেষে গত বছরের মতো এ বছরও সৌদি আরব সরকার বিদেশিদের জন্য হজ বাতিল করে দিল। গত বছরের মতো এ বছরও শুধু সৌদি আরবের বাসিন্দারাই হজ করার সুযোগ পাবেন। সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রক এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে শনিবার। এই নির্দেশের বিষয়টি সৌদি সরকারে হজ ও উমরাহ মন্ত্রকের হজ সম্পর্কিত হারামাইন শারিফাইনের ওয়েবসাইটেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এ বছর করোনা সংক্রমণের জন্য হজ শুধুমাত্র সৌদি আরবের নাগরিক তথা বাসিন্দাদের জন্য সীমাবদ্ধ করা হর। তবে, সেই সংখ্যা মাত্র ৬০ হাজার। ফলে, ভারত সহ বিশ্বের কোনও দেশের মুসলিমরা এ বছরও হজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

এ ব্যাপারে আরও জানানো হয়েছে, হজে যেতে ইচ্ছুকদের দীর্ঘদিন রোগ মুক্ত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সৌদি সরকারের করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া থাকতে হবে। তবেই হজের অনুমতি মিলবে। আর বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে।

এছাড়া, হজযাত্রীদের করোনা ভ্যাকসিন কমপক্ষে ১৪ দিন আগে নেওয়া থাকতে হবে। রবিবার বেলা একটা থেকে হজের আবেদন নেওয়া হবে অনলাইনে। তাওয়াক্কালনা অ্যাপের মাধ্যমেই আবেদন জানাতে হবে। চলবে ২৩ জুন অবধি। যারা গত পাঁচ বছরের মধ্যে হজে যাননি, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত বছরও করোনা সংক্রমণের জন্য বিদেশিদের জন্য হজ বাতিল করেছিল সৌদি আরব। শুধুমাত্র ১০০০জন সৌদি নাগরিক হজে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

# কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৬৪৬ জন চিকিৎসকের মৃত্যু

**মিযান ডেস্কঃ** ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এ পর্যন্ত ৬৪৬ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) ওই তথ্য জানিয়েছে। করোনার প্রথম ঢেউয়ে ৭৪৮ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছিল। এভাবে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সাধারণ মানুষের পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও রেহাই দেয়নি।

আইএমএ সূত্রে প্রকাশ, ২ জুন পর্যন্ত মারা যাওয়া ৬৪৬ জন চিকিৎসকের মধ্যে সর্বাধিক ছিল জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে, যা করোনার দ্বিতীয় পর্বের সময়ে ভারতে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যতম একটি হটস্পট হয়ে উঠেছিল। এরপরে বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড ও অন্য রাজ্য থেকে মারা যাওয়া চিকিৎসকদেরও শনাক্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। এখানে ১০৯ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। ▸ এরপর তিনের পাতায়

# উত্তরপ্রদেশে অক্সিজেন বন্ধ হাসপাতালে, ২২ রোগীর মৃত্যু

**মিযান ডেস্কঃ** বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় শ্রী পরশ নামে এক বেসরকারি হাসপাতালে মক ড্রিলের নামে অক্সিজেন বন্ধ হওয়ায় ২২ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ওই হাসপাতালটি 'সিল' করা হয়েছে। এর পাশাপাশি হাসপাতালের সঞ্চালকের বিরুদ্ধে মহামারি আইনে মামলা দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব শ্রী পরশ হাসপাতালের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন।

ওই ঘটনায় কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী এমপি মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার বার্তায় বিজেপির সমালোচনা করে বলেন, 'বিজেপি শাসনের অধীনে অক্সিজেন এবং মানবতা উভয়েরই মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। ওই বিপজ্জনক অপরাধের জন্য দায়ী সকলের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।



এই দুঃখের মুহূর্তে নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।'

কংগ্রেসের মহাসচিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এক বার্তায় বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি অক্সিজেনের অভাব হতে দিইনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অক্সিজেনের অভাব নেই। সংকটজনিত গুজব ছড়ানো লোকেদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ▸ এরপর তিনের পাতায়




জামাআতে ইসলামি হিন্দের মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্লকের উদ্যোগে ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার চালু হলো। এই অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করেন জামাআতের রাজ্য সম্পাদক মসিউর রহমান সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক অনুপ কুমার সাহা, ব্লক সভাপতি আব্দুল হালিম, ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির সভাপতি মৌলানা জামিরুদ্দিন সাহেব, অর্জুন পুর মুকামি আমির ডা রেজাউল করিম প্রমুখ।



জামাআতে ইসলামি হিন্দের নদিয়া জেলার উদ্যোগে চাকদহ থানার নরপতি পাড়ায় ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার চালু হলো। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সেন্টারের সূচনা করেন জেলা সভাপতি মাস্টার আসগার আলি মন্ডল ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা মন্ডল। জেলায় এই নিয়ে ৪ ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার চালু হলো।

## মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিলের ফলে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের ঃ এসআইও

**মিযান ডেস্কঃ** গত সোমবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই পরীক্ষা বাতিলের ফলে রাজ্য শিক্ষা মহলে বহু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা বাতিলের জন্য মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন কোচবিহারের জেলার দিনহাটা ব্লকের আটিয়াবাড়ি আম্বালি বাজারের মেধাবী পড়ুয়া বর্ণালী বর্মন। পরীক্ষায় ভালো ফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন মৃত ছাত্রী। স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ ছাত্রীর মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত বহু পড়ুয়ার মনে প্রভাব ফেলেছে। এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, গত সপ্তাহে সরকারের পক্ষ থেকে পরীক্ষা গ্রহনের কথা ঘোষণা করা হলেও, সোমবার তা বাতিল করা হয়েছে। সাবির আহমেদ সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, লকডাউনের ফলে রাজ্যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত অবিবেচনাপ্রসূত। এছাড়াও তিনি পরীক্ষার বিষয়ে রাজ্যবাসীর ইমেইল মারফত মতামত গ্রহনের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি ওই ছাত্রীর পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।



মালদা জেলার কালিয়াচক ১ নং ব্লকের শেরশাহী গ্রামের দুই জন শ্রমিক উত্তর প্রদেশের বারাণসীর কাশীতে বাড়ি চাপা পড়ে নিহত হয়। জামাআতে ইসলামী হিন্দ কালিয়াচক শাখার পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল নিহত পরিবারগুলির সাথে সাক্ষাৎ করেন ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। দুঃস্থ পরিবারের হাতে জামাআতের পক্ষ থেকে নগদ কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। সেই সংত্র খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ব্লক নাযিম জনাব মাস্টার মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেরশাহী মুকামের মুকামী আমীর জনাব ডা মোজাহার আলী এবং আরও স্হানীয় কর্মীবৃন্দ।

# আক্রান্ত যখন আমাদের ব্যক্তিগত পরিসর

**মোহিত রণদীপ**

একটা সময় ছিল যখন আমাদের সাধারণ ব্যক্তিমানুষের যাপন আবর্তিত হত সামাজিক অস্তিত্বের ওপর ভর করে। আমাদের ব্যক্তিসত্তা তখনও তেমন করে ডানা মেলতে পারেনি। ক্রমে প্রাককৃষি সংগ্রাহক যাপনের পর্ব পেরিয়ে, সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর যৌথপরিবারের দিনগুলো অতিক্রম করে, শিল্প বিপ্লব পরবর্তী জীবনটাকেও পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের হাত ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে। যেখানে শুধু কৃষি নয়, শুধু শিল্প নয়, খুলে গেল যাপনের অজস্র পেশাগত ঠিকানার দরজা। বৃহত্তর পরিবারভিত্তিক যৌথতার প্রয়োজন ক্রমশ কমতে কমতে পরিবার এখন এককে রূপান্তরিত।

আমাদের একক ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্যের যুগ শুরু হল। ডানা মেলতে শুরু করল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ। ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব পরিসর গড়ে উঠতে শুরু করল। সমাজের কর্তৃত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করল। ব্যক্তিমানুষ নিজের মতো করে ভাবতে শিখল, নিজের মতো করে মত প্রকাশ করতে শিখল, নিজের মতো করে বাঁচতে শিখল। সেই ভাবনা, সেই মত, সেই যাপন অনেক সময় সমাজের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে, চলতি স্রোতের বিরুদ্ধেও ধাবিত! সমাজের প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা, তা সমাজপ্রগতির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকাই নিয়ে এসেছে! প্রচলিত ধারণাকে, রীতিনীতিকে, নিয়মকানুনকে সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখ রাঙানিকে অস্বীকার করে প্রশ্ন করার সাহস এসেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাত ধরেই।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষকে নিজস্ব পরিসর দিয়েছে রাষ্ট্রের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও, সমাজের বাঁধনের মধ্যে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও। সেই পরিসরে অন্যের অনুপ্রবেশ সেই ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত। ব্যক্তির স্বতন্ত্র ভাবনা, স্বতন্ত্র যাপনের অস্তিত্ব তাতে বিপন্ন হয়ে পড়ে। ব্যক্তি মানুষের স্বতন্ত্র যাপন যদি অন্যের স্বাভাবিক বসবাসকে বিঘ্নিত বা বিপন্ন না করে, তাহলে আমাদের কারোরই সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র যাপনে বিঘ্ন ঘটানোর অধিকার থাকার কথা নয়। এই মূল্যবোধ বর্তমান সামাজিক যাপনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, যা বর্তমান সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমাজ কাঠামো আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে যা জরুরিও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক অনেক কাল ধরেই! তবু বহুক্ষেত্রেই নানা দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সমাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে একটু একটু করে পরিসর দিয়েছে, নিজেকে ক্রমশ বদলে চলেছে। এই দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তন নিরন্তর প্রক্রিয়া।

কোনও ক্ষেত্রে যখন সমাজ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে জায়গা দিতে চায়নি, তখন ব্যক্তি ওই সমাজের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। সমাজ তাকে চাইলেও অনেক সময় বেঁধে রাখতে পারেনি।

কিন্তু, এতক্ষণ যার কথা এই আলোচনায় আসেনি, সমাজ ও ব্যক্তি ছাড়াও আর একটি সত্তার অস্তিত্ব আমাদের জীবনে প্রবলভাবে রয়েছে বহুকাল ধরেই। সেই সত্তা হল, রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আর সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক সময় দ্বন্দ্বের, সংঘাতের। আবার কোনো কোনো সময় পরিপূরক মিত্রতার। রাষ্ট্র ক্রমশ সমাজের পরিসরকে গ্রাস করে সর্বশক্তিমান হতে চেয়েছে এবং ক্রমে চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে বারে বারে সংঘাত হয়েছে ব্যক্তির এবং সংঘবদ্ধতার। রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কর্ত্রী সর্বদাই ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা থেকে সন্দেহে থেকেছে ব্যক্তি সম্পর্কে, ব্যক্তির সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে। রাষ্ট্র তাই নজরবন্দি করে রাখতে চেয়েছে তার সব নাগরিকদেরই। রাষ্ট্রের এই সন্দেহপ্রবণতা, নজরবন্দি করে রাখার প্রবল ইচ্ছে সম্ভবত তার জন্মলগ্ন থেকেই। গোয়েন্দা বাহিনী, গুপ্তচর প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে নজরদারি চালানোর চল সেই কোন্ ঐতিহাসিক যুগ থেকেই জেনে আসছি আমরা!

একসময় ইংল্যান্ডের দার্শনিক ও রাষ্ট্র তত্ত্ববিদ জেরেমি বেন্থাম জেলখানার বন্দিদের ওপর নজরদারির সুবিধার জন্য এক বিশেষ ধরনের স্থাপত্যশৈলীর ধারণা নিয়ে আসেন, যেখানে একটি মাত্র নজরমিনার থেকে অর্ধবৃত্তাকার বন্দিশালার ওপর প্রসারিত দৃষ্টিতে নজরদারি সম্ভব হবে। এই ধারণা Panopticon (প্যানঅপ্টিকন) স্থাপত্যশৈলী হিসাবে চিহ্নিত করেন তিনি। পরবর্তীকালে চিন্তাবিদ, দার্শনিক মিশেল ফুকো সত্তরের দশকের শুরুতে, যে সময় পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের আবহ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বেন্থামের এই ধারণাকে অন্য এক মাত্রা দিলেন। তাঁর ভাবনায় আমরা জানলাম, রাষ্ট্র শুধুমাত্র জেলের মধ্যে থাকা বন্দিদেরই সন্দেহের চোখে দেখে, নজরদারির মধ্যে রাখতে চায় তা নয়, সে জেলখানার বাইরে থাকা সব নাগরিককেও সন্দেহের বেষ্টনিতে আনতে চায়, নজরদারি করতে চায় প্রতিটি নাগরিকের গতিবিধি, ভাবনাচিন্তার ওপরেই। ক্ষমতা এক ধরনের প্যারানইয়া কিংবা সন্দেহপ্রবণতার জন্ম দেয়। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রনায়িকাদের মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভয় প্রতি মুহূর্তে তাঁদের মনকে ঘিরে রাখে। এই ভয় থেকেই জন্ম নেয় তীব্র সন্দেহ! আর এই সন্দেহ থেকেই তাঁরা রাষ্ট্রের সব নাগরিককেই নজরের ঘেরাটোপে রাখতে চান। সব নাগরিককে নজরের ঘেরাটোপে রাখার জন্য রয়েছে বহুবিধ ব্যবস্থা! আরও নতুন নতুন সংযোজন চলতে থাকে শুধু!

মুষ্টিমেয় স্ক্যানডিনেভিয়ান কয়েকটি রাষ্ট্রকে বাদ দিলে, পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের রাষ্ট্রই ( ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক...নির্বেশেষে ) যা করে চলেছে কিংবা করতে চলেছে কোনও একটি প্রতিবাদী মিছিলে আপনি হয়তো হাঁটতে শুরু করেছেন কিংবা প্রতিবাদী কোনও সভায় আপনি বক্তব্য রাখছেন বা দাঁড়িয়ে শুনছেন। আপনার অজান্তেই হয়তো আপনার ছবি উঠে গেল। সেই ছবি পৌঁছে গেল নজরদারির দায়িত্বে থাকা অফিসারদের কাছে। আপনার ঠিকুজিকুষ্ঠির খোঁজ চলল। কোথায় বাড়ি, কী করেন, কে কে আছে পরিবারে, কাদের সঙ্গে মেশেন, তাদের রকমসকম কেমন, কোন্ কোন্ সংস্থাসংগঠনের সঙ্গে আপনার যোগ, কবে কী করেছেন...এই সমস্ত নাড়িনক্ষত্র সংগ্রহ করে আপনি ফাইলবন্দি হবেন। রাষ্ট্রের নজরদারি মহাফেজখানায় আপনার নামে একটা ফাইল সংরক্ষণ করে রাখা হবে। এমন কি আপনার মৃত্যুর পরেও!

আপনি হয়তো সরকারের কোনও একটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোশ্যাল নেটওয়ার্কএ একটা পোস্ট দিলেন কিংবা অন্য কারোর মতামতে ‘লাইক’ দিলেন বা ‘শেয়ার’ করলেন। এরপর আপনার অজান্তেই হয়তো শুরু হয়ে গেল সোশ্যাল নেটওয়ার্কএ আপনার ওপর নজরদারি!

অনেক আগেই রাষ্ট্র কিংবা কর্পোরেট নাচাইতেই আপনি দিয়ে রেখেছেন আপনার সম্পর্কে নানা ব্যক্তিগত তথ্য। প্রতিটি মুহূর্তে নিয়মিত আপনার ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে রাজনৈতিক মতাদর্শ কার্যকলাপ সবই দিয়ে চলেছেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কএর ‘দেয়াল’এ। আপনার প্রতিটি পোস্ট, ইনবক্স মেসেঞ্জারে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত মেসেজগুলো কাটাছেঁড়া করা, আপনার বন্ধু তালিকায় ‘সন্দেহভাজনদের’ চিহ্নিত করা, তাঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগের গভীরতা মেপে দেখার সঙ্গে চলল আরও অনেক কিছুই, যা আপনার ধারণারও বাইরে!

সম্প্রতি আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে ‘দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে’ প্রয়োজনে যে কোনও নাগরিকের মেসেঞ্জার ও হোয়াটস্অ্যাপএর যাবতীয় মেসেজের ওপর তারা নজরদারি চালাবে।

রাষ্ট্র প্রথমে ঠিক করল আপনার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা জরুরি। কারণ, কোন্ মুহূর্তে আপনি ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ হয়ে উঠবেন, ‘দেশদ্রোহী’ হয়ে উঠবেন কিংবা ‘রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক’ তা বলা যায় না! তাই আগে থেকেই আপনার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ‘জড়ো করা’ প্রয়োজন। একেবারে পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটির জন্মপঞ্জিকরণ খাতায় নাম নথিবদ্ধ করার মধ্যে দিয়েই শুরু হলো আপনাকে রাষ্ট্রের ঘেরাটোপের মধ্যে বেঁধে ফেলার প্রক্রিয়া! তার পর একে একে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আদালত, সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে শ্মশান বা কবরখানার তথ্যপঞ্জি...সবকিছুর মাধ্যমেই সে বাঁধতে শুরু করলো আপনাকে আপনার নিজের অজান্তেই! আপনার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো আপনার (বিনা)সম্মতিতে রাষ্ট্রের করায়ত্ত হল। জিপিএস প্রযুক্তির সাহায্যে আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনার যাবতীয় গতিবিধির ওপরও চাইলেই রাষ্ট্র নজরদারি চালাতে পারে। অনেক আগেই প্যান কার্ডের মাধ্যমে আপনার অর্থনৈতিক লেনদেনব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয়েছে। শেষ অব্দি আধার কার্ডের মাধ্যমে আপনাকে বেঁধে ফেলা এককথায় সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনার আঙুলের ছাপ, আপনার চোখের মণির ছবি তুলে নিয়ে তৈরি হয়েছে বায়োমেট্রিক তথ্যভাণ্ডার। যার সাহায্যে সহজেই আপনাকে চিহ্নিত করা যাবে, খুঁজে বার করা যাবে, বেঁধে আনা যাবে...এরপর রাষ্ট্র আপনাকে নিয়ে কী করবে, তা তো শুধু সেই জানে!

# দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে

*প্রথম পাতার পর...*

**লাক্ষাদ্বীপঃ** লাক্ষাদ্বীপ অথরিটি রেগুলেশন ২০২১ আইন বলে দ্বীপবাসীদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রশাসকের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। নির্যাতনমূলক আইন দ্বারা লোকদের জমি থেকে উৎখাত করা হবে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জমি দখল করতে পারবে। নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিবাদ আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গুন্ডা দমন আইনকে লাগু করতে চাওয়া হয়েছে। লাক্ষাদ্বীপ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন সুকৌশলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আইনকে অতিসত্বর প্রত্যাহার করতে হবে জামাআত সেই দাবি জানাচ্ছে।

জামাআতের দাবী হল সরকার তার কাজের ধরনকে পরিবর্তন করুক। রাজনীতি, গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতির সামনে যে সকল সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলির বাস্তব সমাধান সরকার করুক।

জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তিরক্ষা, দেশের প্রগতির স্বার্থে সরকার এগিয়ে আসুক। যে সকল সামূহিক চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ দেশের জন্য ক্ষতিকর তার নিবারণ করতে হবে। সুশীল সমাজ, বিরোধী দল, সামাজিক সংগঠন এবং জাতীয় পলিসি নির্ধারণে যারা দক্ষ তাদের সাথে সরকার আলোচনায় আসুক। এতে দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। শান্তি শৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনার রাস্তা প্রশস্ত হবে। রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির অবস্থানের ব্যাপারে জামাআত উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে। সাধারন মানুষদের কণ্ঠস্বর হতে পারছে না তারা। নির্যাতিত মানুষদের পক্ষে আওয়াজ তুলতে এবং এই বিষয়ে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে দলগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জামাআত।

জামাআতের বক্তব্য হলো, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছে। অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। জাতীয় উৎপাদন কমছে ক্রমিক হারে। বেকারত্ব হৃদয়বিদারক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে উচ্চহারে। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়েই চলেছে। পেট্রোলের দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ভোজ্য তেল প্রতি লিটার ২০০ টাকা। নোট বন্দি এবং জিএসটির জন্য মূল্যস্ফীতি আগেই ঘটেছে। অব্যবস্থা, উৎপীড়ন এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি উদাসীনতা, জনগণের অসহায়ত্ব, বিপর্যয়কর অর্থনীতি এবং ভুল রাজনৈতিক পলিসি গ্রহণ মহামারীর লকডাউনের সময় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের থেকেও অবস্থা খারাপ। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ওই প্রতিবেশী দেশটির থেকে আমাদের দেশ পিছিয়ে। দেশের জন্য এটি লজ্জা!

এই অধিবেশন স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মহামারী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে সামূহিক ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে আমাদের স্রষ্টা ও প্রভু হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। তথাপি নির্যাতন, অত্যাচার ও শোষণ এই মহামারীর দুর্যোগে পরিত্যাগ করা হচ্ছে না এটি খুব উদ্বেগের বিষয়।

করোনা মহামারীক্স জামাআতে ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ করোনা মহামারীর দ্বিতীয় প্রবাহে গভীর উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে। যারা এই মহামারীতে মারা গেছেন তাদের পরিবারগুলির দুঃখের সমান ভাগীদার। জামাআত মনে করে এই মহামারী আমাদের বস্তুগত উন্নয়নের গর্বে আঘাত হেনেছে। এই মহামারী আমাদের স্রষ্টা অভিমুখী হতে এবং নিজেদের মর্যাদার ওপর আত্মসমীক্ষা করার সুযোগ এনে দিয়েছে। মানুষের জীবন রক্ষায় ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা তারা করে চলেছেন। তারা মানবীয় ঐক্য ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন। ধর্মীয় ঘৃণার পরিবেশে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমস্যার সমাধানে তারা সকলেই এগিয়ে এসেছেন। জামাআত তাদের সেবায় প্রশংসা করছে। জামাআত স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে, মহামারী দেশের মানুষের নৈতিক মান কেমন তা মাপার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা স্বাস্থ্যপরিষেবা ও ঔষধপত্রে অবৈধভাবে আয় করেছে। চিকিৎসা সরঞ্জামে কালোবাজারি চলছে। কিছু রাজনীতিক হাসপাতাল শয্যার ক্ষেত্রে অবৈধ ব্যবসা করেছে। দেশের নৈতিক মানের অবস্থা কেমন তা ধরা পড়ছে। এটি খুব দুঃখের বিষয়।

জামাআত মনে করে, মহামারীর সময় ধর্মীয় উৎসব ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়ে আগাম সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল। অগণিত মানুষের জীবনহানি এবং সংক্রমণ ছড়াতে এসব সাহায্য করেছে। রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত কর্মসূচিকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে ওই সকল কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়। ঘটনাগুলির তদন্ত হওয়া দরকার। দোষীদের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে যাতে এসব কার্যকলাপ না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে আইন প্রয়োগের সুযোগ দিতে হবে।

জামাআতের বক্তব্য হলো, মহামারীর সময় অক্সিজেন সরবরাহ, শয্যা, ঔষধ সামগ্রী, স্বাস্থ্য পরিষেবায় খুবই খামতি দেখা গিয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় অতিসত্বর উন্নতি ঘটাতে হবে সরকারকে। এক্ষেত্রে পরিকাঠামোর উন্নয়ন চাই। আর একে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অপরিকল্পিত লকডাউন এবং বিধি নিষেধ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে। আগে থেকে সংকটে অর্থনীতি ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল অর্থনৈতিক পলিসি এবং লকডাউন বিপর্যয়কে আরো বাড়িয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে ফের প্রাণবন্ত করতে হবে। এই সময়ে বেকারদের এক বছর ধরে ভাতা দিতে হবে। বিনা সুদে লোন দিতে হবে। এই মহামারিতে যারা অনাথ ও বিধবা হয়েছে তাদের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। অনাথদের বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে হবে। যারা মারা গেছেন সেই পরিবারদের একজনকে চাকরি দিতে হবে।

তৃতীয় প্রবাহ আসবে বলে সতর্ক করা হচ্ছে। এখন থেকেই প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে মানুষের প্রাণ বেশি না যায়। ফ্রিতে টিকা দিতে হবে। টিকার অভাব ঘোচাতে হবে। যাতে সবাই টিকা পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। সকলে যেন টিকা ভয়মুক্ত ভাবে নিতে পারে জামাআত সেই আবেদন করছে। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে জনগণকে সব ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

ফিলিস্তিন সমস্যাক্স জেরুজালেম এবং গাজায় ইজরায়েলের হামলা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর স্থায়ী সমাধানের দিকে নজর দেবার সময় এসেছে। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় কয়েক দশকের ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী ও ইনসাফ মুলক সমাধান যথাশীঘ্র করতে হবে।

ইজরায়েল গত রমজান মাসে নামাজরত অবস্থায় নিরীহ নারী ও পুরুষদের ওপর অমানবিক আক্রমণ করে। আলআকসা মসজিদে এই ঘটনা ঘটে। ১১ দিন ধরে ইজরায়েলি হামলা বিশ্ববাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। পূর্ব জেরুজালেমের মর্যাদায় আঘাত ও তার অবস্থানের পরিবর্তন এবং আলআকসা মসজিদের উপর বারবার হামলা বিশ্ব জনমতের ওপরে প্রভাব পড়েছে। ইজরায়েলী অত্যাচার বন্ধ করা, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও ফিলিস্তিনবাসীদের আত্মরক্ষার বিষয়ে জনমতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে। ইজরাইলের যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন তদন্ত কমিশন বসাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন চাপমুক্ত হয়ে ইজরায়েলের যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে তদন্ত করবে সেই মত ব্যক্ত করছে জামাআত। ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন ইজরায়েলের ধিক্কারজনক মনোবাসনাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ইজরায়েল অপরাজেয় নয় তা দেখা যাচ্ছে। জামাআত ফিলিস্তিনিদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনে তারা আরো সমীপবর্তী হবে বলে মনে করে জামাআত। ইসলামিক দুনিয়া এবং আরব বিশ্বের অনেক দেশ এই ইস্যুতে এগিয়ে আসেনি। গাজার পুনর্নির্মাণে তারা উদারভাবে এগিয়ে আসেনি। জামাআত এর জন্য গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে।

জামাআত মনে করে যে, ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিরতি আর নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। ইহুদিবাদীদের চাপ থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে জাতিসংঘকে একযোগে সমর্থন দিতে হবে। ফিলিস্তিনিদের জন্য স্থায়ী সমাধান করতে হবে। তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। শরণার্থীদের পুনর্বাসন দিতে হবে। তাদের জমির অধিকার দিতে হবে। জাতিসংঘের সনদ অনুসারে ইসরায়েলি অত্যাচারের সমাধান চাই।

ভারত বরাবর ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই সমস্যার ন্যায্য মত দিয়ে এসেছে। এই সমস্যায় ন্যায্য সমাধানের লক্ষ্যে মত দিয়ে এসেছে ভারত। এলাকার স্থিতাবস্থার একতরফা পরিবর্তন না করার মত জাতিসংঘে দিয়েছে ভারত। সরকারের এই অবস্থানকে জামাআত স্বাগত জানাচ্ছে। ফিলিস্তিনের স্থায়ী সমাধানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জামাআত মনে করে। উপনিবেশবাদ, দাসত্ব এবং শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের এযাবৎ বিরোধিতা অনুসারে ফিলিস্তিন জনগণের স্বার্থে ভারত স্থায়ী সমাধানে সচেষ্ট হবে বলে জামাআত দাবি জানাচ্ছে। নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের বৈধ অধিকারের লক্ষ্যে নেতৃস্থানীয় এবং সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে জামাআত।

# পার্থ সেনগুপ্তের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ জামাআতের

**মিযান ডেস্কঃ** চলে গেলেন শ্রী পার্থ সেনগুপ্ত মহাশয়। বৃহস্পতিবার সকালে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন তিনি। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। পার্থ সেনগুপ্ত মহাশয় বিশ্বকোষ পরিষদের সাধারন সম্পাদক, রাজ্যস্তরের সদ্ভাবনা মঞ্চের সভাপতি, বাংলা বাঁচাও সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের যুগ্ম আহবায়ক সহ নানান সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন।



পার্থ সেনগুপ্তের প্রয়ানে গভীর শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব শোক বিবৃতিতে বলেন, পার্থ সেনগুপ্ত ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি নিরলসভাবে নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করেছে। তিনি অসহায় ও নির্যাতিত জন গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতেন সব সময়।

মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব আরো বলেন, পার্থ বাবু বিশ্ব কোষ পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন।

জামাআতের রাজ্য সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব বলেন, পার্থ সেনগুপ্ত জামাআতে ইসলামি হিন্দের ডাকা কর্মসূচিতে সব সময়ই সাড়া দিতেন। বয়সজনিত কারনে শারীরিক অসুবিধা হলেও কর্মসূচিতে তিনি হাজির হতেন। সদ্ভাবনা মঞ্চ ও বাংলা বাঁচাও সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের ডাকে সর্বদা উপস্থিত হতেন। সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলনেও সামনের সারিতে ছিলেন তিনি। মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব বলেন, রাজ্যবাসী প্রকৃত অর্থে একজন অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমিক ও মানব দরদী মানুষকে হারালো। তাঁর এই প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, পার্থ সেনগুপ্তের শোকাহত পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

# উত্তরপ্রদেশে অক্সিজেন বন্ধ হাসপাতালে, ২২ রোগীর মৃত্যু

*প্রথম পাতার পর...*

মন্ত্রী বলছেন, প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের অক্সিজেন দিন। খুব বেশি অক্সিজেন দেবেন না। আগ্রা হাসপাতালে অক্সিজেন শেষ হয়েছিল। ২২ রোগীর অক্সিজেন বন্ধ করে মক ড্রিল পরিচালিত হয়েছিল। এজন্য কে দায়ী?’

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে প্রকাশ, এক ব্যক্তি নিজেকে হাসপাতালের মালিক পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘মক ড্রিল’এর অংশ হিসেবে গত ২৭ এপ্রিল হাসপাতালে পাঁচ মিনিটের জন্য অক্সিজেনের জোগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই সেদিন মারা যান ২২ জন রোগী। ওই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে।

সম্প্রতি ওই হাসপাতালের মালিক অরিঞ্জয় জৈনের কথোপকথন প্রকাশ্যে আসে। এতে তিনি বলেন, ‘আমাদের জানানো হয়েছিল যে, মুখ্যমন্ত্রীও অক্সিজেন জোগাড় করতে পারছেন না। ফলে রোগীদের হাসপাতাল ছাড়তে হবে বলে নির্দেশ এসেছিল। রোগীদের পরিবারের লোকজনকে বোঝানো শুরু করি। কয়েকজন হাসপাতাল ছাড়তে রাজি হলেও অনেকেই যেতে চাননি। তখন আমি বললাম, চলো একটা ভুয়ো মহড়া করি। কারা মরে আর কারা বেঁচে যান, তা দেখা যাবে। ২৭ এপ্রিল সকাল ৭টায় তাই করেছিলাম। কেউ জানেন না। ৫ মিনিটের জন্য হাসপাতালে অক্সিজেন বন্ধ করা হয়েছিল। তখনই আমরা ২২ জন রোগীকে চিহ্নিত করি। বুঝতে পারি তাঁরা মারা যাবেন। কিছুক্ষণ পরই ওই ২২ জনের শরীর নীল হতে শুরু করে।’

ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসসহ অন্যরা উত্তর প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী পার্টি আজ এক বিবৃতিতে বলেছে ‘বিজেপি সরকারের বেহাল স্বাস্থ্যসেবার অধীনে এটি ‘গণহত্যা’। আগ্রার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মক ড্রিলের নামে অক্সিজেন বন্ধ করে ২২ জনের হত্যাকাণ্ড একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। বিষয়টি তদন্ত করে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’ উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রী জয় প্রতাপ সিংয়ের বক্তব্য তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরেই কিছু বলা যাবে।

## চিকিৎসকের মৃত্যু

*প্রথম পাতার পর...*

এছাড়া বিহারে ৯৭, উত্তর প্রদেশে ৭৯, রাজস্থানে ৪৩, ঝাড়খণ্ডে ৩৯, অন্ধ্র প্রদেশে ৩৫, তেলেঙ্গনা ৩৪, গুজরাটে ৩৭, তামিলনাড়ুতে ৩২, পশ্চিমবঙ্গে ৩০, উড়িষ্যাতে ২৩, মহারাষ্ট্রে ২৩, মধ্য প্রদেশে ১৬ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য রাজ্যেও চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

# সম্পাদকীয়..

মীযান

৪৮ বর্ষ ॥ ৩৬ সংখ্যা ॥ ১৩ জুন ২০২১ ॥ ২৯ জৈষ্ঠ ১৪২৮

## সেক্যুলার জন্মনিয়ন্ত্রণের পলিসি কতইনা ভ্রান্ত

জোর করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে কল্যাণ যে নেই তা চীনেব জনসংখ্যা নীতিতে প্রমাণিত হলো। উন্নয়নের জন্য জবরদস্তিমূলকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক— কমিউনিস্ট চীনের রাষ্ট্রীয় ফতওয়ায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। ১৯৭৯ সালে জনসংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে এক সন্তান নীতি প্রবর্তন করা হয়। এমনিতেই অনেক আগে থেকেই চীনের ফার্টিলিটি রেট কম ছিল। চীনের ফার্টিলিটি রেট বা প্রতি মহিলার গড় সন্তান প্রসবের সংখ্যা মাত্র ১.৩ শতাংশ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ কম।

চীন হলো কমিউনিস্ট তথা সমাজতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী দেশ। বস্তুবাদী চিন্তাধারাই আচ্ছন্ন এই দেশটার জন্মহার কম ছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নয়, মানুষের ঝোঁকপ্রবণতা ছিল জন্ম শাসনের পক্ষে খানিকটা বেশি। ঐশীবাণীর বা হেদায়েতের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই দেশে মানুষের মেজাজ গড়ে উঠেছে প্রবলভাবে বস্তুবাদী বা গোঁড়া সেকুলার চিন্তাশ্রিত। তার ওপরে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রীয় নীতি জনগণকে পার্থিব সর্বস্ব ঝোঁকপ্রবণতায় গড়ে তুলেছে। চীনের জন্মহারের ক্রমহ্রাসমান অবস্থার কারণগুলি রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং মানুষের নীতি নৈতিকতাবোধের মানসিক গড়ন দায়ী।

মানবীয় চিন্তার ত্রুটি তার সীমিত জ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়। মানুষ বা মানুষের সামষ্টিক চিন্তা সীমিত পরিসরে আবদ্ধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা তার কাছে পুরোপুরি করায়ত্ত নেয়। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার আগাম অনুমান করা এবং তা থেকে সিদ্ধান্তটা টানা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে মানুষ দুর্বল। এই জায়গায় মানুষের উচিত ও কর্তব্য হলো আল্লাহর পথনির্দেশনাকে অনুসরণ করা। যদি আল্লাহর পথ নির্দেশনার অনুসরণ মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে করে থাকে তাহলে তার হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই মানবতাকে বাঁচাতে ঐশী হেদায়েতের দিকে প্রত্যাবর্তন জরুরী। লক্ষনীয়, চীন যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পলিসি নিয়েছিল, তাতে কেউ কি ভেবেছিল যে একদিন চীনা সরকার জন্মহার স্থিতিশীল রাখতে তাকে তিন সন্তানের নীতি বলবৎ করতে হবে।২০১৫ সালে এক সন্তান নীতির পরিবর্তন করে দুই সন্তান নীতির প্রচলন করা হয়েছিল চিনে। ততদিনে চীনের প্রতি মহিলার গড় সন্তান প্রসবের সংখ্যা ১.৭ এ হয়ে গেছে। এত কম সন্তান প্রসব করার প্রবণতার ফলে চীনের জনসংখ্যা এবং অল্প বয়স্কদের অনুপাত দুইই আগামী দিনে কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হয়। এই অবস্থা দেখে ছয় বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ সম্প্রতি, চীনের সরকার আবার তা পরিবর্তন করে ঘোষনা করে যে, দম্পতিরা চাইলে তিনটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এই ঘোষণার ফলে সবাই যে তিন সন্তানের জন্ম দিতে উৎসাহিত হবে এমনটা আশা করা বাতুলতা মাত্র। কেননা, এতদিনে চীনের নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ধারা, বস্তুবাদী মনোভাব, কট্টর সেক্যুলার তথা ধর্মহীনতার চিন্তায় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা রাষ্ট্র ও সমাজ এবং মানবতার কল্যাণে নয়, এমনকি নিজ পরিবারের স্বার্থে নয়, একান্ত ভাবে দম্পতির নিজস্ব অনুরাগ, বিরাগ ও দুনিয়াবী আয়েশ আরামকে অগ্রাধিকার দিতে শিখে গেছে। তাই চীন সরকার এখানে ব্যর্থ হবে। তাকে আগামী দিনে আবারো নতুন চিন্তার দিকে হয়তো অগ্রসর হতে হবে। জনসংখ্যা বাড়লেই আর্থিক উন্নয়নে ঘাটতি দেখা দেয় এ তত্ত্ব ভ্রান্ত। বরং আর্থিক উন্নয়ন হবার সম্ভাবনা থাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে। প্রত্যেক মানুষ একটি মাথা, দুই হাত ও দুই পা নিয়ে জন্মায়। প্রত্যেক মানুষই হলো মানব সম্পদ তথা হিউম্যান রিসোর্স। এই সম্পদকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের। পৃথিবীতে সম্পদের প্রাচুর্য আছে। সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। আবিষ্কারের যে অতুলনীয় মেধা মানুষের আছে তা দিয়ে সম্পদের প্রাচুর্যে ঘাটতি হবার কথা নয়। উৎপাদন বাড়াবার কৌশল ও মানুষ করায়ত্ত করতে শিখেছে সব যুগে কম ও বেশি পরিমাণে। তাই সম্পদের ঘাটতি হবার কথা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া এখন আনুভূমিক উন্নয়ন শুধু নয়, উলম্ব তথা ভার্টিক্যাল উন্নতি হচ্ছে। তাই জমির ব্যবহারও কম হচ্ছে। একখন্ড ভূমিতে আগের থেকে অনেক বেশি ফসল, তরিতরকারি আনাজ ফলছে। ফলমূল, দুধ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনে পৃথিবীর পিছিয়ে নেই। আর্থিক উন্নয়ন ঘটছে নানা ভাবে। তথাপি শয়তানের শিক্ষায় ও প্ররোচনায় মানুষ গর্ভস্থ সন্তান হত্যার কৌশল নিয়েছে। জন্মহার কমাচ্ছে। খাদ্যাভাবের ভয়ে। অথচ পৃথিবীতে খাদ্যের অপচয় হয় মোট উৎপাদনের তিন ভাগের এক ভাগ। এর দায় মানুষকে নিতে হবে। আজ ৮২ কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায় পৃথিবীতে। আল্লাহর দেওয়া বিধানের অনুসরণ না করার ফলে এটি। পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার কায়েমের জোর তাগিদ দিয়েছেন আল্লাহ। সাম্য, সমতাকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করার বিধান তিনি দিয়েছেন। ভোগবাদ নীতিকে বর্জন করার নৈতিক ও আইনগত বিধান দিয়েছেন। কেননা ভোগবাদ মানুষকে সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যের অধিকার মারতে শেখায় ভোগবাদ। পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম দুটি মতবাদই মানবতাকে বিপর্যস্ত করেছে। যুদ্ধ,সাম্রাজ্যবাদ এদের জন্যই পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। যার জন্য পৃথিবীতে আর্থিক মন্দার সৃষ্টি দেখেছে জনগণ। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, ভোগবাদী চিন্তা, অন্য জাতিকে লুট করা, শোষণ করার মানসিকতা ও লিপ্সার জন্যই দরিদ্রতা রয়ে গেছে এই দুনিয়ায়। খোদাদ্রোহী সভ্যতার জন্য দুর্নীতি, সম্পদের লুট জনগণের অর্থ আত্মসাৎ, অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচা, বিলাস বাহুল্য ধর্মী খরচা, চিত্ত বিনোদনের নামে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থসম্পদের ব্যয়এসবের কারণে আর্থিক সংকট ক্ষুধা ও গরিবীর প্রকোপ রয়ে গেছে। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে সম্পদের পাহাড়, আর অন্যদিকে বুভুক্ষু অবস্থা। সমস্যার সমাধানে যখন কোন একটি নীতিকে গ্রহণ করা হয়, তখন আরও সমস্যা জড়িয়ে আসে। এটাই এখন বাস্তব অবস্থা। অথচ আল্লাহ তার নির্ভুল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে নীতিমালা দিয়েছেন তার অনুসরণে কোথাও বিপত্তির লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। ইসলামের নৈতিকতা ভিত্তি অর্থনীতি তথা এথিক্যাল ইকোনমির অনুসরণ করলে দুনিয়ায় দরিদ্র অবস্থা থাকবে না। ইসলামের সোনালী যুগে এই অর্থনীতির প্রয়োগে যাকাত গ্রহণ করার মত গরিব লোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। জন্ম শাসনের নামে মানুষ হত্যা এই অর্থনীতির প্রয়োগে হবে না। বুদ্ধিজীবীরা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করুন সেই আহ্বান আমরা করছি। ইসলামের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পলিসি এবং বিবাহ নীতিতে অনেক সমালোচনা হয়ে এসেছে। এখনো হচ্ছে। চীনের ভান্ত নীতি প্রমাণ করলো ইসলামী সত্য। আর বিশ্বকে একদিন না একদিন প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে হবে ইসলামের বৈবাহিক নীতি এবং পারিবারিক আইন যুক্তিসম্মত বিজ্ঞধর্মী।

## উলামায়ে কেরামের প্রতি একটি আন্তরিক দৃষ্টি আকর্ষণী আহ্বান

**মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম**

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় উলামায়ে কেরাম!

আমার দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের নজর আকর্ষণ করছি। তাহলো আমাদের দেশে, উপমহাদেশে বহুকাল আগে থেকেই সাধারণ মানুষের অন্তরে উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসন বিরাজ করে আসছিল, যে সম্মান ও মর্যাদার উদাহরণগুলো নিয়ে আলোচনা করলে বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করা যায়।

কিন্তু বিগত দুই তিন যুগ থেকে লক্ষ্য করে আসছি, ক্রমেই অবস্থা আমূল পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

উলামায়ে কেরাম যেন সমাজে মান মর্যাদাহীন হাসিতামাশার খোরাক একটি অপাংক্তেয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে! এই করুণ পরিণতির বিষয়টি মাথায় এলেই লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে। (আমার এই ভাবনার বিষয়টির সাথে কেউ দ্বিমতও পোষণ করতে পারেন)। কিন্তু এটাই আমার দৃষ্টিতে বাস্তব অবস্থা! আমার দৃষ্টিতে, আমরা নিজেরা চরমভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চিন্তাচেতনা, ধ্যান ধারণা, মত ও পথ প্রান্তিক পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আমাদের যার যার ভক্ত ও অনুগামী জনগণও বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

আমাদের এইসব বিভক্তির ফলে কম গুরুত্বপূর্ণ দীনি বিষয়াদি নিয়ে সমাজটা যেন বিষিয়ে উঠেছে। চলছে পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথাবার্তা, দোষারোপ, অপবাদ, গীবত, নিন্দা, বদনাম, মন্দ উপাধি, ফতোয়াবাজি, গালাগালি, দলাদলি, বিবাদ বিসম্বাদ, জেদাজেদি, হানাহানি, আরো কতো কি! এগুলোই কি উলামায়ে কেরামের আদর্শ।

ফলে আমাদের উলামায়ে কেরামের মান মর্যাদা আজ আমাদের নিজেদের হাতেই হতাহত হয়ে নিষ্প্রাণ।

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা উলামায়ে কেরামকেই পুনরুদ্ধার করতে হবে।

এজন্যে কী করা যেতে পারে তাও উলামায়ে কেরামকেই ভাবতে হবে। আসুন আমরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবি। এ ভাবনা জরুরি। আমার ব্যক্তিগত কয়েকটি পরামর্শ হলো-

এক. আমরা আমাদের পরস্পরের প্রতি ইখলাস, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সুধারণা (হুসনে জন) বৃদ্ধি করবো।

দুই. কাদিয়ানী, হাদিস বর্জনকারী এবং সুস্পষ্ট শিরকে জড়িত গ্রুপগুলো বাদে অন্যান্য মত ও পথের অনুসারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সব ধরণের সমালোচনা পরিহার করে চলবো। (তবে, কোনো ত্রুটি ইসলাহ করার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে নসিহত করা এবং পরামর্শ দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন)।

তিন. পরস্পরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকব।

চার. পরস্পরের মধ্যে মতামত বিনিময় করব।

পাঁচ. একই মঞ্চ ও মাহফিলে বিভিন্ন মসলকের আলেমরা বক্তব্য রাখবো।

ছয়. বিভিন্ন মসলকের আলেমদের মধ্যে পারস্পরিক হাদিয়া বিনিময় করবো।

সাত. ইলমী সনদ পৃথিকী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্যে মাক্কী, মাদানী, আযহারী, নদভি, হাজারি এসব উপাধি গ্রহণ করবনা। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও নিজেদের জন্যে ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, আলীগড়, টরন্টো ইত্যাদি ভার্সিটি কেন্দ্রিক উপাধি গ্রহণ করেন না।

(তবে বংশীয়, গোত্রীয়, আঞ্চলিক উপাধি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন— সালমান ফারসি, আবু যর গিফারী, শাসুল হক ফরিপুরী, ইসলামাবাদী, জৈনপুরী, জলন্ধরি ইত্যাদি)।

এছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যদি কাউকেও তার বিশেষ যোগ্যতার জন্যে কোন উপাধি প্রদান করে, সেটা তিনি নিজের জন্যে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারেন। যেমন খালেদ সাইফুল্লাহ, আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, ভারত রত্ন, শেরে বাংলা ইত্যাদি।

শায়েখ পরিভাষাটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, শাইখুল হিনদ মাহমুদুল হাসান, শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ইত্যাদি।

আট. সব মসলকের এক বা দুইজন করে বড় আলেমকে নিয়ে একটি জাতীয় উলামা শরিয়া শুরা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। তারা জাতীয় বিষয়ে শরয়ী মতামত দেবেন, প্রয়োজনীয় বিরোধ মীমাংসা করবেন এবং ইলমে দীন ও উলামায়ে কেরামের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে কাজ করবেন। আপাতত এগুলোই আমার অভিব্যক্তি ও পরামর্শ। চিন্তাশীল সকলের পক্ষ থেকেও পরামর্শ কাম্য।

*ইসলামী চিন্তাবীদ ও লেখক*

## করোনা আবহে জয়েন্ট এন্ট্রান্স নিয়ে অনিশ্চয়তা, চলতি সপ্তাহেই সিদ্ধান্ত

**মিযান ডেস্কঃ** মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পর এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ১১ জুলাই কি রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হবে? সরকারের সঙ্গে কথা বলে এই সপ্তাহেই সিদ্ধান্ত বলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড সূত্রে খবর। নজর রাখা হচ্ছে একাধিক সর্বভারতীয় প্রবেশিকার দিকেও।

চলতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসবেন। ফি বছর মোট পরীক্ষার্থীর ৪০ শতাংশ পড়ুয়াই ভিন রাজ্যের। সূচি অনুযায়ী ঠিক ছিল জুলাই মাসেই হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু সেই পরীক্ষা বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি ওই সময়ে কীভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে চলতি সপ্তাহে নেওয়া হতে পারে সিদ্ধান্ত। খবর জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড সূত্রে।করোনা আবহে ট্রেন বন্ধ। জুলাই পরিস্থিতি কেমন থাকবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এদিকে শুধু এরাজ্যে নয়, ভিন রাজ্য থেকেও আসবেন পরীক্ষার্থীরা। সেক্ষেত্রে কীভাবে সবটা সামাল দেওয়া যায় তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে বৈঠকের ভাবনা বোর্ডের। যদি ১১ জুলাই এই পরীক্ষা না নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে বাতিল করা সম্ভব না। পিছিয়ে দিতে হবে পরীক্ষা। কারণ এটা প্রবেশিকা। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি থেকে প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স। সর্বভারতীয় স্তরে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি সহ যে নিয়ামক সংস্থা আছে তারা পরীক্ষা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেদিকেও নজর দেওয়া হতে পারে বলে বোর্ড সূত্রে খবর।

এ প্রসঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভাস্কর গুপ্ত বলেন, যখনই হোক না কেন পরীক্ষা যেভাবে নেওয়া হয়, সেভাবেই নিতে হবে। অন্য যে কোনও ধরনের পদ্ধতিতে পরীক্ষার কথা যদি ওঠে যেমন অনলাইনে বা ওপেন বুক পদ্ধতিতে। এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কিন্তু কোনও পড়ুয়ার মেধাকে যাচাই করা সম্ভব নয়। অবশ্যই দেখতে হবে সর্বভারতীয় স্তরে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করার প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে। সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা অন্য রাজ্যে কীভাবে পরীক্ষা হচ্ছে তা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন মৌলানা আবুল কালাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মৈত্রের।

এ প্রসঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভাস্কর গুপ্ত বলেন, যখনই হোক না কেন পরীক্ষা যেভাবে নেওয়া হয়, সেভাবেই নিতে হবে। অন্য যে কোনও ধরনের পদ্ধতিতে পরীক্ষার কথা যদি ওঠে যেমন অনলাইনে বা ওপেন বুক পদ্ধতিতে। এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কিন্তু কোনও পড়ুয়ার মেধাকে যাচাই করা সম্ভব নয়। অবশ্যই দেখতে হবে সর্বভারতীয় স্তরে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করার প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে। সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা অন্য রাজ্যে কীভাবে পরীক্ষা হচ্ছে তা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন মৌলানা আবুল কালাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মৈত্রের।



# কুরআন থেকে



*(হে নবী !) তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো,* [৭৭] *নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।* [৭৮] *আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতেও বড় জিনিস।* [৭৯] *আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো।*

(আল আনকাবূত ঃ ৪৪ আয়াত)

**টীকা ঃ** যেমন হাদীসে একটি দল সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ ক্ষ্মতারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীল নীচে নামনে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। ক্ষ্ম (বুখারী , মুসলিম, মুয়াত্তা) আসলে যে তেলাওয়াতের পরে মানুষের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র কর্মনীতিতেও কোন পরিবর্তন আসে না বরং কুরআন পড়ার পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করে যেতে থাকে তা একজন মুখমিনের কুরআন তেলাওয়াত হতেই পারে না। এ সম্পর্কে তো নবী (সা) পরিষ্কার বলেনঃ ‘কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি। ’ (তিরমিযী) এ ধরনের তেলাওয়াত মানুষের আত্মিক সংশোধন এবং তার আত্মায় শক্তি সঞ্চার করার পরিবর্তে তাকে আল্লাহর মোকাবিলায় আরো বেশি বিদ্রোহী এবং নিজের বিবেকের মোকাবেলায় আরো বেশি নির্লজ্জ করে তোলে। এ অবস্থায় তার মধ্যে চরিত্র বলে কোন জিনিসেরই আর অস্তিত্ব থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নেয়, তা পাঠ করে তার মধ্যে আল্লাহ তাকে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানতেও থাকে এবং তারপর তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যেতে থাকে, তার ব্যাপারটা তো দাঁড়ায় এমন একজন অপরাধীর মতো যে আইন না জানার কারণে নয় বরং আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর অপরাধমূলক কাজ করে। এ অবস্থাটিকে মহানবী (সা) একটি ছোট্ট বাক্যেও মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে তোলে ধরেছেনঃ ‘কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।’ (মুসলিম) অর্থাৎ যদি কুরআনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা হয় তাহলে তা তোমার জন্য সাক্ষ্য ও প্রমাণ হবে। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যেখানেই তোমাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে সেখানেই তুমি নিজের সাফাই হিসেবে কুরআনকে পেশ করতে পারবে। অর্থাৎ তুমি বলতে পারবে, আমি যা কিছু করেছি এ কিতাব অনুযায়ী করেছি। যদি তোমার কাজ যথার্থই কুরআন অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ইসলামের কোন বিচারক তোমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানেও তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যদি এ কিতাব তোমার কাছে পৌঁছে গিয়ে থাকে এবং তা পড়ে তুমি জেনে নিয়ে থাকো তোমার রব তোমাকে কি বলতে চান, তোমাকে কোন কাজের হুকুম দেন, কোন কাজ করতে নিষেধ করেন এবং আবার তুমি তার বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করো, তাহলে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহর আদালতে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাকে আরো বেশি জোরদার করে দেবে। এরপর না জানার ওজর পেশ করে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অথবা হালকা শাস্তি লাভ করা তোমার জন্য সম্ভব হবে না।

৭৮ . নামাযের বহু গুণের মধ্যে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিকে সুস্পষ্ট করে এখানে পেশ করা হয়েছে। মক্কার বিরুদ্ধ পরিবেশে মুসলমানরা যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মোকাবিলা করার জন্য তাদের বস্তুগত শক্তির চাইতে বেশি প্রয়োজন ছিল নৈতিক শক্তির। এ নৈতিক শক্তির উদ্ভব ও তার বিকাশ সাধনের জন্য প্রথমে দুখ টি ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয় নামায কায়েম করা। এরপর এখানে বলা হচ্ছে , নামায কায়েম করা হচ্ছে এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে তোমরা এমনসব দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারো ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেগুলোতে তোমরা নিজেরাই লিপ্ত ছিলে এবং যেগুলোতে বর্তমানের লিপ্ত আছে তোমাদের চারপাশের আরবীয় ও অনারবীয় জাহেলী সমাজ। এ পর্যায়ে নামাযের এই বিশেষ উপকারিতার কথা বলা হয়েছে কেন, একটু চিন্তা করলে একথা অতি সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, নৈতিক দুষ্কৃতিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী লোকেরা এর মাধ্যমে কেবলমাত্র দুনিয়ায় ও আখেরাতেই লাভবান হয় না বরং এর ফলে তারা অনিবার্যভাবে এমন সব লোকদের ওপর ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যারা নানান নৈতিক দুষ্কৃতির শিকার হয়ে গেছে এবং এসব দুষকৃতির লালনকারী জাহেলিয়াতের পুতিগন্ধময় অপবিত্র ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অশ্লীল ও অসৎকাজ বলতে যেসব দুষ্কৃতি বুঝায় মানুষের প্রকৃতি সেগুলোকে খারাপ বলে জানে এবং সবসময় সকল জাতি ও সকল সমাজের লোকেরা , কার্যত তারা যতই বিপথগামী হোক না কেন, নীতিগত ভাবে সেগুলোকে খারাপই মনে করে এসেছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবের সমাজ মানসও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সে সমাজের লোকেরাও নৈতিকতার পরিচিত দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা অসৎকাজের মোকাবিলায় সৎকাজের মূল্য জানতো। কদাচিত হয়তো এমন কোন লোকও তাদের মধ্যে থেকে থাকবে যে অসৎকাজকে ভালো মনে করে থাকবে এবং ভালো কাজকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকবে। এ অবস্থায় এ বিকৃত সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন আন্দোলন সৃষ্টি হয় যার সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই নৈতিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নিজেদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নিজেদের সমকালীন লোকদের থেকে সুস্পষ্ট উন্নতি লাভ করে , তাহলে অবশ্যই সে তার প্রভাব বিস্তার না করে থাকতে পারে না। এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না যে, আরবের সাধারণ লোকেরা অসৎকাজ নির্মূলকারী এবং সৎ ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানুষ গঠনকারী এ আন্দোলনের নৈতিক প্রভাব মোটেই অনুভব করবে না এবং এর মোকাবিলায় নিছক জাহেলিয়াত প্রীতির অন্তসারশূন্য শ্লোগানের ভিত্তিতে এমনসব লোকদের সাথে সহযোগিতা করে যেতে থাকবে যারা নিজেরাই নৈতিক দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল এবং জাহেলিয়াতের যে ব্যবস্থা শত শত বছর থেকে সে দুষ্কৃতিগুলো লালন করে চলছিল তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। এ কারণেই কুরআন এ অবস্থায় মুসলমানদের বস্তুগত উপকরণাদি ও শক্তিমত্তা সংগ্রহ করার পরামর্শ দেবার পরিবর্তে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের এ দলটি এমন চারিত্রিক শক্তির অধিকারী হবে যার ফলে তারা মানুষের মন জয় করে ফেলবে এবং তীর ও তরবারির সাহায্য ছাড়াই শত্রুকে পরাজিত করবে।

এ আয়াতে নামাযের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দুখ টি দিক রয়েছে। একটি তার অনিবার্য গুণ। অর্থাৎ সে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর দ্বিতীয় তার কাঙ্ক্ষিত গুণ। অর্থাৎ নামায আদায়কারী কার্যক্ষেত্রে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুক। বিরত রাখার ব্যাপারে বলা যায়, নামায অবশ্যই এ কাজ করে। যে ব্যক্তিই নামাযের ধরনের ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করবে সে-ই স্বীকার করবে, মানুষকে খ ারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যত ধরনের ব্রেক লাগানো সম্ভব তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ব্রেক নামাযই হতে পারে। এরচেয়ে বড় প্রভাবশালী নিরোধক আর কী হতে পারে যে, মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আহ্বান করা হবে এবং তার মনে একথা জাগিয়ে দেয়া হবে যে, তুমি এ দুনিয়ায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও বরং এক আল্লাহর বান্দা এবং তোমার আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি তোমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ এমনকি তোমার মনের ইচ্ছা ও সংকল্পও জানেন এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের যাবতীয় কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তারপর কেবলমাত্র একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকলে চলবে না বরং কার্যত প্রত্যেক নামাযের সময় যাতে লুকিয়ে লুকিয়েও সে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য না করে তার অনুশীলনও করতে হবে। নামাযের জন্য ওঠার পর থেকে শুরু করে নামায খতম হওয়া পর্যন্ত মানুষকে অনবরত এমনসব কাজ করতে হয় যেগুলো করার সময় সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করছে এ কথা সে এবং তার আল্লাহ ছাড়া তৃতীয় কোন সত্তা জানতে পারে না। যেমন, যদি কারো ওযু ভেঙ্গে গিয়ে থাকে এবং সে নামায পড়তে দাঁড়ায়, তাহলে তার যে অযু নেই একথা সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে-ই বা জানতে পারবে। *চলবে...*

# হাদীস থেকে...

৬২. ইবনু ‘উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেনঃ ‘গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বল, সেটি কী গাছ?’ রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। ‘আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ‘আমার ধারণা হল, সেটা হবে খেজুর গাছ। ’ কিন্তু আমি (ছোট থাকার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ (রা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ?’ তিনি বললেনঃ ‘তা হচ্ছে খেজুর গাছ। ’ (৬১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬০)

৬৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা মসজিদে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল। অতঃপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ব্যক্তি?’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লাম তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা বললাম, ‘এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি। ’ অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, ‘হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র!’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ ‘আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল, ‘আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। ’ ‘তিনি বললেন, ‘তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর। ’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ। ’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ। ’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমাযান) সিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ। ’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদাক্ াহ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে?’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ। ’ অতঃপর লোকটি বলল, ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনি যা (যে শরী‘আত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার গোত্রের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবনু সা‘লাবা, বানী সা‘আদ ইবনু বক্র গোত্রের একজন। ’

মূসা ও ‘আলী ইবনু আবদুল হামীদ (রহ.)....আনাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬২)

৬৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরাইনের গভর্নর-এর নিকট তা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বাহরাইনের গভর্নর তা কিসরা (পারস্য সম্রাট)-এর নিকট দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। ঙ্বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন’ আমার ধারণা ইবনু মুসায়্যাব (রহ.) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদদু‘আ করেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। (২৯৩৯, ৪৪২৪, ৭২৬৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৪)




# ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যার অপরাধে আমেরিকা সমান অংশীদার ঃ হামাস

**মিযান ডেস্কঃ** ইহুদিবাদী ইসরাইলের দমন অভিযান সমর্থন করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যে বক্তব্য দিয়েছেন তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস।

ব্লিঙ্কেন গতকাল এক বক্তব্যে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর তেল আবিবের দমন অভিযানকে 'আত্মরক্ষা' বলে উল্লেখ করেন এবং ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা ইসরাইলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্রের পাশাপাশি আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছি। এর প্রতিক্রিয়ায় হামাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমরা কুদস দখলদার ইসরাইল সরকারের প্রতি আমেরিকার সামরিক সমর্থন এবং তেল আবিবের হাতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তুলে দেয়ার মার্কিন নীতির তীব্র নিন্দা জানাই। আমেরিকা এ সমর্থনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যার অপরাধে সমান অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

হামাসের বিবৃতির বরাত দিয়ে ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা শাহাব জানিয়েছে, আমেরিকা যদি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্তরিক হয় তবে তাকে স্বাধীনচেতা ফিলিস্তিনি জাতির আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানাতে হবে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে ওয়াশিংটনকে সহযোগিতা করতে হবে।

গত ১০ থেকে ২১ মে পর্যন্ত অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের পাশবিক হামলায় ৬৯ শিশু, ৩৯ নারী ও ১৭ বৃদ্ধসহ ২৪৮ ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন।মার্কিন সমর্থনে চালানো এ হামলায় আহত হন আরো ১৯১০ ফিলিস্তিনি নাগরিক। এই ১২ দিনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইসরাইলি হামলার নিন্দা জানাতে ও হামলা বন্ধ করতে তিনবার বৈঠকে বসলেও আমেরিকার বিরোধিতার কারণে তেল আবিবের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হয়নি।

# গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে কায়রোয় হামাসের প্রতিনিধিদল



**মিযান ডেস্কঃ** ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের একটি প্রতিনিধিদল যুদ্ধোত্তর গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মিশরের রাজধানী কায়রো সফরে গেছে।

হামাসের পলিটিক্যাল ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী প্রতিনিধিদলটি (মঙ্গলবার) কায়রো পৌঁছেছে। হামাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই প্রতিনিধিদলে রয়েছেন সংগঠনের উপ প্রধান মুসা আবু মারজুক এবং হানিয়ার সহকারী সালেহ আলআরুরিসহ আরো পাঁচ সিনিয়ার নেতা।

প্রতিনিধিদলটি গাজা উপত্যকার ওপর থেকে ইসরাইলি অবরোধ প্রত্যাহারের উপায়সহ অন্যান্য বিষয়ে মিশরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ইহুদিবাদী ইসরাইলের সঙ্গে মিশরের স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতিতে কায়রো তেল আবিব ও গাজার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

গেল মে মাসের গোড়ার দিকে আলআকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর ইসরাইলি সেনাদের ব্যাপক দমন অভিযানের প্রতিবাদে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইল অভিমুখে রকেট নিক্ষেপ শুরু করে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো। দখলদার ইসরাইল টানা ১২ দিন ধরে গাজা উপত্যকার বেসামরিক অবস্থানে বিমান হামলা চালিয়ে তার জবাব দেয়।

ইসরাইল বিমান হামলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গাজা থেকে ইসরাইলের বিভিন্ন শহর লক্ষ্য করে হাজার হাজার রকেট নিক্ষেপ করতে থাকে হামাস ও ইসলামি জিহাদ আন্দোলনসহ অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠন। তারা এই ১২ দিনে জেরুজালেম, তেল আবিব এমনকি দূরবর্তী হাইফা শহরে চার হাজারের বেশি রকেট নিক্ষেপ করে ইহুদিবাদীদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।ফিলিস্তিনিদের রকেটের পাল্লা ও নিখুঁতভাবে আঘাত হানার ক্ষমতা দেখে তেল আবিব ১২ দিনের মাথায় যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

# সাইপ্রাস নিয়ে তুরস্ক-গ্রিস উত্তেজনা, কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়

**মিযান ডেস্কঃ** গ্রিসসহ ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী আরো অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে যখন উত্তেজনা চলছে তখন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান বলেছেন, 'বিতর্কিত সাইপ্রাস এলাকা নিয়ে যদি শান্তি আলোচনা শুরু করতেই হয় তাহলে তা হতে হবে দ্বিপক্ষীয়। তৃতীয় কোনো পক্ষ এ আলোচনায় অংশ নিতে পারবে না।' তবে তিনি দুদেশের সরকার বলতে ঠিক কোন্ কোন্ সরকারকে বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ তিনি কি সরাসরি তুরস্ক ও গ্রিস সরকারকে বুঝিয়েছেন না কি সাইপ্রাসের যে দুই অংশের ওপর তুরস্ক ও গ্রিসের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানকার স্থানীয় সরকার বা প্রশাসনের কথা বুঝিয়েছেন সেটা পরিষ্কার নয়। যাইহোক, প্রেসিডেন্ট এরদোগান তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন সাইপ্রাস দ্বীপের অধিবাসীদের জন্য পানি সরবরাহের বিষয়ে অনলাইন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে গিয়ে বলেছেন, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে যারা সাইপ্রাসে বসবাসকারী তুর্কি অধিবাসীদের হত্যা করেছিল, তারা সবসময়ই আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি পৌঁছা মাত্রই কোনো না কোনো অজুহাতে আলোচনার টেবিল থেকে পালিয়ে যায়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট গ্রিস নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাস দ্বীপের নেতাদেরকে অভিযুক্ত করে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'তারা যদি পূর্ব ভূমধ্যসাগর এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে তুর্কি অধ্যুষিত দ্বীপবাসীদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে তাহলে আঙ্কারা তা কিছুতেই মেনে নেবে না।'

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের এসব বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সাইপ্রাস এলাকা নিয়ে গ্রিসের সঙ্গে দেশটির বিরোধ বজায় রয়েছে এবং বর্তমানে এ বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। তুর্কি কর্মকর্তারা সবসময়ই সাইপ্রাস ইস্যুতে গ্রিসের নেতাদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখতেন কিন্তু এবার প্রেসিডেন্ট এরদোগান সরাসরি গ্রিসের নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাস দ্বীপ এলাকার স্থানীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'গ্রিস নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাস এলাকার নেতাদের ঔদ্ধত্য ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাইপ্রাস আলোচনায় কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না'।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তুর্কি প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক এসব বক্তব্যের সঙ্গে সাইপ্রাস নিয়ে সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনা স্থগিত হয়ে যাওয়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, তুর্কি কর্মকর্তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় শত্রু ভাবাপন্ন দুদেশের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এবং এ বিষয়টি এ দু'দেশের মধ্যে তিক্ততার চরম বহিপ্রকাশ। আঙ্কারার বক্তব্য থেকে আরো বোঝা যায় ওসমানিয় শাসনের অবসান ঘটার পর সাইপ্রাস এলাকার বহু দ্বীপ তুরস্ক ফেরত পেলেও এ নিয়ে গ্রিসের সঙ্গে বিরোধের অবসান ঘটেনি। অন্যদিকে সাইপ্রাস নিয়ে তুর্কি কর্মকর্তাদের কড়া বক্তব্যের পর গ্রিসও কঠোর ও গরম গরম বক্তব্য দিচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

বাস্তবতা হচ্ছে, বিতর্কিত সাইপ্রাসের তুর্কি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তুরস্কের যে সেনা মোতায়েন রয়েছে তা বহির্বিশ্বে এটাই তাদের প্রথম সেনা সমাবেশ। ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই তুরস্ক সরকার তুর্কি অধ্যুষিত সাইপ্রাস দ্বীপ এলাকায় সেনা মোতায়েন করে এবং এখনো তারা সেখানেই অবস্থান করছে। সাইপ্রাসে গ্রিসের অধিবাসীদের শত্রুতার হাত থেকে তুর্কি মুসলমানদের রক্ষার লক্ষ্যেই তৎকালীন তুর্কি সরকার সেখানে সেনা পাঠিয়েছিল। তুরস্কের কর্মকর্তাদের অভিযোগ ১৯৭৩ সালে গ্রিসে সামরিক অভ্যুত্থানের পর গ্রিসের নেতারা একদিকে, তুরস্ক ও ব্রিটিশদের মধ্যকার চুক্তি অন্যদিকে গ্রিস ও ব্রিটিশদের মধ্যকার চুক্তিকে পদদলিত করা শুরু করে। তুর্কি কর্মকর্তাদের মতে সাইপ্রাসে তুর্কি সামরিক অভিযানের আগেই এথেন্সের তৎকালীন অভ্যুত্থানকারী সামরিক নেতারাই মূলত এ অঞ্চলে সংকট ও উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন।

এ ছাড়া সাইপ্রাস অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টির আরো কিছু কারণ রয়েছে। এ ব্যাপারে তুরস্কের সমুদ্র বিষয়ক 'কুচ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ পরিষদের সদস্য সাহি শাবাক উগলু বলেছেন, সাইপ্রাস নিয়ে গ্রিসের সমস্ত দাবিকে তুরস্ক প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা গ্রিস তুরস্কের ওসমানিয় সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

এ কারণে দুই দেশের সমাজেই এক ধরণের অহংকার বা আত্মমর্যাদার বিষয়টি কাজ করে। তুরস্কের রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, 'সেই তখন থেকেই পূর্ব ভূমধ্যসাগর, অ্যাজিয়ান সাগরের মালিকানা এবং সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে তীব্র বিরোধ চলে আসছে।' তিনি আরো বলেছেন, বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে এ পর্যন্ত বেশ ক'বার বৈঠক হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই বৈঠক স্থগিত হয়ে যায় এবং খুব একটা এগোয়নি। কেননা কেউই কোনো ছাড় দিতে চায় না। বর্তমানে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে এবং পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে কেউ এক টেবিলে আলোচনায় বসতেও রাজি নয়। মোটকথা বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

যাইহোক, সাইপ্রাস নিয়ে আঙ্কারা ও এথেন্সের নেতাদের মধ্যে তীব্র বিরোধের কারণে প্রায়ই তারা মারমুখো অবস্থানে চলে যায়। তুরস্কের কর্মকর্তাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিরাজমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে সাইপ্রাসে দুই দেশেরই কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এবং তুর্কিদের অধিকারকে উপেক্ষা করা যাবে না। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান সাইপ্রাসকে দুই দেশে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, 'গ্রিকভাষীদের প্রাধান্য যেখানে সেই দক্ষিণ সাইপ্রাস ও তুর্কিদের প্রাধান্যের উত্তর সাইপ্রাস আলাদা দেশ হোক'। এরদোগান আরো বলেছেন, 'সাইপ্রাসে দুই ধরনের মানুষ বাস করেন। দুইটি আলাদা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। তাই সার্বভৌমত্ব ও সাম্যের ভিত্তিতে দুইটি আলাদা দেশের আলোচনা শুরু হোক। অন্যদিকে গ্রিস তুরস্কের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে এথেন্স চায় সমগ্র সাইপ্রাসের পূর্ণ স্বাধীনতা।

# মসজিদুল আকসায় নামাজ আদায় করবঃ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ



**মিযান ডেস্কঃ** সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহর ভাষণ আলমানার টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় জেরুজালেম আলকুদসে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা আলআকসা মসজিদে নামাজ আদায় করার আশা প্রকাশ করেছেন লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ।

তিনি লেবাননের আলমানার টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার রাতে এক বক্তব্যে এ আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কুদস ও মসজিদুল আকসা গোটা মুসলিম উম্মাহর সম্পদ এবং বিশ্ব মুসলিম একদিন নির্ভয়ে একসঙ্গে এই মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবে বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ বলেন, সকল মুসলিম দেশের উচিত এই মসজিদকে ইহুদিবাদীদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো।

হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, আমরা একটি বিদ্বেষী, গণ্ডমূর্খ ও সংকটে পতিত শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ায়ে আছি যে অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে পালানোর জন্য সামনের দিকে দৌড় দেয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নিজেকে চলমান রাজনৈতিক সংকট থেকে বের করে আনার জন্য আবারো যেকোনো অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কাজেই এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বকে সচেতন থাকতে হবে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

# বাংলার নবাবদের খাওয়া দাওয়া









**ফারুক আব্দুল্লাহ**

দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের খাদ্যাভ্যাসের সাথে প্রাদেশিক শাসকদের খাদ্যাভ্যাসের তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য ছিলনা। তবে সেই সময় প্রাদেশিক শাসকদের খাদ্যাভ্যাসে কিছু আঞ্চলিক স্বাদ যোগ হত। বাংলার নবাবদের ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম ছিল না। তবে বাংলার নবাবরা খাওয়াদাওয়া নিয়ে অওধের নবাবদের মতো বিলাসিতা কখনই দেখাননি।

বাংলার নবাবরা যেহেতু মুঘল খাবারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই নবাবদের অধিকাংশ পছন্দের পদগুলি ছিল আমিষ জাতীয়। তারা নিরামিষ খাবার তেমন খেতেন না বললেই চলে। নবাবদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকত কয়েক রকমের পোলাও, বিরিয়ানি। এছাড়াও থাকত কোফতা, কোর্মা,কালিয়া, মুর্গ মাসাল্লাম, নিম্বু গোশত, এছাড়া বিভিন্ন রকমের কাবাব যেমন, শিক কাবাব, বটি কাবাব, শামি কাবাব, হাণ্ডি কাবাব, খিড়ি কাবাব প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন ধরেনের রুটি যেমন, রোগ্নি রুটি, মিঠা রুটি, রুমালি রুটি ও বাকরখানি। বাখরখানি মধ্য এশিয়ার রুটি জাতীয় একটি খাবার যাকে মধ্যযুগীয় বিস্কুটও বলা যেতে পারে। যা খেতে মুচমুচে ও অত্যন্ত সুস্বাদু। কথিত রয়েছে যে,নবাব মুর্শিদকুলি খানের পালিত পুত্র মির্জা আগা বাকের খাঁন বাকরখানি রুটির নামকরণ করেন। নামকরণের পেছনে রয়েছে একটি করুণ প্রেম কাহিনী। বাকের খান ছিলেন তিনি ছিলেন বৃহত্তর বরিশালের শাসনকর্তা। তিনি মুর্শিদাবাদের এক সুন্দরী বাঈজী খানি বেগমের প্রেমে পড়েছিলেন। তাদের প্রেম বেশ কিছু দিন চললেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। কারণ আগা বাকের ছাড়াও খানি বেগমের প্রেমে পড়েছিলেন উজির জাহান্দার খার ছেলে কোতোয়াল জয়নুল খান। কিন্ত খানি বেগম চাইতো আগা বাকের খানকেই। শেষ অবধি নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে খানি বেগমকে খুন হতে হয় কোতোয়াল জয়নুল খানের হাতে। এখানেই বাকেরখানির প্রেম কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। বাকের খাঁন তার প্রেমিকা খানি বেগমের স্মৃতি কোন দিন ভুলতে পারেননি। পরবর্তীতে বাকের খান তাদের প্রেম কাহিনী অমর করে রাখতে মধ্য এশিয়ার প্রচলিত এক রুটি বাংলায় নতুন ভাবে তৈরি করে বাকের খান এবং খানি বেগমের নাম অনুসারে নাম দেন বাকেরখানি। পরবর্তীতে এই নাম কিছুটা বিকৃত হয়ে 'বাকরখানি' বা 'বাখরখানি' বা শুধু মাত্র 'বাখর' নামে নামে পরিচিত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাকরখানি ভোজনরসিকদের জন্য একটি লোভনীয় খাবার হিসেবে আজও জনপ্রিয়। এই রুটি তাওয়ায় দেবার আগে তাতে ঘি মিশিয়ে তাওয়ায় ভেজে তৈরি পরোটা কে তন্দুরের ভিতর দিয়ে তৈরি করা হত। পরবর্তী সময়ে এই 'বাখরখানি' তৈরির পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। রুটি ছাড়াও নবাবদের জন্য নানা প্রকারের পরটাও তৈরি হত। মিষ্টান্ন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকত নানান প্রকারের হালওয়া, ফিরনি, তেহারী, শাহী টুকরা, অন্যদিকে পানীয় হিসেবে সরবৎ (ঠাণ্ডা মিষ্টি পানীয়) ও ফালুদার খুব চল ছিল। এছাড়াও ছিল মাংসের নানান পদ। ছিল বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি নানান ধরনের বিরিয়ানি। বাংলার নবাবদের বিরিয়ানি ছিল মুঘল ঘরানার। বিরিয়ানি তৈরি হত কামিনীভোগ,বা গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে। কেওড়া জলের বদলে বিরিয়ানিতে দেওয়া হত গোলাপ জল, বিরিয়ানির জন্য মশলা আসত ইরাণ থেকে। এছাড়াও নবাবের শাহী বাবুর্চিরা মাছের পোলাও এর উদ্ভব করেন যা মাহি পোলাও নামে পরিচিত। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন স্বাদের পোলাও (মুর্গ পোলাও, জর্দা পোলাও, আনানাস পোলাও,আম পোলাও)।

নবাবী আমলে নবাবের জন্য শাহী বাবুর্চিখানা থেকে খাবার আসতো। বাবুর্চিখানা থেকে খাবার এলে সেটি প্রথমে নবাবের খাবার পরীক্ষকরা পরীক্ষা করে দেখত যে খাবারে কোন বিষ মেশানো রয়েছে কিনা। পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই সেই খাবারটি নবাবকে পরিবেশন করার জন্য দস্তরখান পেতে তার উপর রাখা অতি মূল্যবান বাসনে খাবার সাজিয়ে নবাবকে পরিবেশন করা হত। বাবুর্চিখানায় নানা ধরনের রান্না হলেও পোলাও ছিল নবাবদের অন্যতম দুর্বলতার যায়গা। নবাবী রসুইখানা বা বাবুর্চিখানাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বাবুর্চিরা আসত কাজের খোঁজে। বাংলার নবাবরাও ভালো বাবুর্চিদের কদর করতেন।

নবাবী আমলের বিভিন্ন উৎসব যেমন শবএবারাত, রমযান, ঈদ, মহরম, বেরা, নওরোজ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলা মেতে উঠত বছরের বিভিন্ন সময়। উৎসবের সময় সমগ্র বাংলা বিশেষ করে রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদ সেজে উঠত এবং উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন লাজবাব খাবারের আয়োজন করা হত নবাবের প্রাসাদে। এছাড়া মুসলিমদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব 'শবএ বারাত' খুব ধুমধামের সাথে নবাবরা পালন করতেন। এ উপলক্ষে নবাবের রসুইখানায় তৈরি হত বিভিন্ন রকমের হালওয়া, এছাড়াও বিভিন্নি মিষ্টান্ন খাদ্য যেমন, দুধিয়া হালওয়াসন, পাপড়ি হালওয়াসন, গাজারকা লজ, চাখানদারকা লজ, আন্ডেকা লজ, প্রভৃতি।

রমযান মাসে ইফতারির সময়ে নবাব প্রাসাদ থেকে শুরু করে সমস্ত মসজিদ, খানকা, ইমামবাড়া সমস্ত স্থানেই ইফতারির আয়োজন করা হত। এই সব ধর্মস্থানগুলি রমজান মাসের প্রতি সন্ধ্যায় বিভিন্ন মুখরোচক খাবারে সেজে উঠত। এই সমস্ত স্থানে দেশবিদেশের প্রচুর মানুষের আগমন ঘটত ইফতারের সময়ে।

বাংলা গ্রীষ্মপ্রধান এলাকা হওয়াতে শরবত দিয়েই শুরু হত ইফতার পর্ব। আগেকার দিনে বরফকল না থাকাতে মাটি অথবা কাসা বা পিতলের হাঁড়ি বা কলসে নানান পদের শরবত তৈরি করে পাত্রে রেখে পাত্রটির মুখ বন্ধ করে মাটির তলায় অথবা কুয়োর ভেতর ডুবিয়ে রাখা হত। ইফতারের আগে কুয়ো থেকে শরবত পাত্র তুলে পানপাত্রে ঢেলে পরিবেশন করা হত সেই হিম শীতল শরবত। শরবত তৈরিতে দুধ প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। এর সাথে থাকতো নানান রসালো ফলের নির্যাস, নানান ধরণের বাদাম, কিশমিশ, পেস্তা, জাফরান প্রভৃতির সমাহার। এছাড়াও তোকমার শরবত, বেলের শরবত, বেদানার শরবত, লেবু ও তেঁতুলের শরবতও তখন থেকেই জনপ্রিয় ছিল। শরবতের পাশাপাশি থাকত ঠাণ্ডা ও সুমিষ্ট ফালুদা এবং মিষ্টান্নর মধ্যে থাকত ফিরনী, শাহী টুকরা, নানান রকমের ক্ষীর যেমন, ক্ষীর কস্তূরী, ক্ষীর কেশরী, ক্ষীর তবাকি। সেই সাথে থাকত আরও নানান ধরণের সুখাদ্যের সমাবেশ।

নবাবী আমলে ঈদের দিন গোটা রাজ্য খুশীতে মেতে উঠত। এই দিন সকাল বেলায় নবাব হাতীর পীঠে চড়ে স্বপারিষদে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করতেন।

*এরপর নয়ের পাতায়*

# চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী বিধান



আল্লামা আব্দুল মালেক

*পূর্ব প্রকাশের পর*

সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদাহ্ করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম এবং রুকু' যথানিয়মে আদায় করবে।

পুরোপুরি সুন্নাত তরিকায় তাশাহুদ্দ বৈঠক আকারে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদাহ্ না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও ক্'দাহ্ (বৈঠক)এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদাহ্ করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাহ্ও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদাহ্ করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

## নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাহ্ও করতে পারে। তার জন্য সিজদাহ্ ও ক্'দাহ্ (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদাহ্'র সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদাহ্ আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদাহ্ ও ক্'দাহ্ (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকূ'র সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্তেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদাহ্ ও ক্'দাহ্ (বৈঠক)এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না, এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্তেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদাহ্ করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক্ ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিক্বহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রহ.এর শিষ্য ইমাম যুফার ইবনু হুযাইল রহ.এর মাযহাব।

আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফি'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদাহ্ করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদাহ্ করবে (যদি রুকূ' করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকূ'ও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদাহ্ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং 'ফাতহুল ক্বদীর' খ. ১ পৃ. ৪৬০, 'আননাহরুল ফায়িক্ব খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং 'ই'লাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই 'ক্বওল' (বক্তব্য)কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম।

সিজদাহ্ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ বক্তব্যও খণ্ডন করেছেন যে, 'শুধু সিজদাহ্'র জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদাহ্ করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।' তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদাহ্'র জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকুসিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

৩

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহুদ্দ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দাএর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪

যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকুসিজদা ও কা'দা (তাশাহুদ্দের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকুসিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকুসিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকুসিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

## চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যাপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না।

কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

## শেষ কথা

সম্মানিত পাঠক! যদি উল্লিখিত মাসআলাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে আশা করি এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একেবারেই নাজায়েয। এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয় না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরূহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরূহও হয় না।

এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লীও নামাযে চেয়ার ব্যবহার করে থাকেন, যাদের জন্য নামাযে চেয়ার ব্যবহার জায়েযই নয়।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ যদি হিম্মত করে শরয়ী ওযর ব্যতীত নামাযে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাযে চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ। অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পড়বে না।

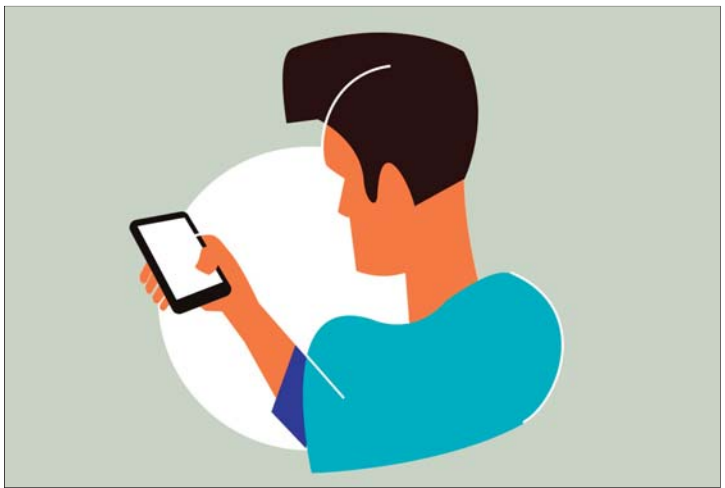
আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিল। আর প্রথম থেকেই মাযূর ও অসুস্থ মুসল্লী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদগুলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মাযূর মুসল্লীগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামায আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য। আর অনুসৃত পন্থার প্রতি মনোনিবেশ করার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।

যেই কঠিন প্রয়োজনে নামাযে চেয়ার ব্যবহারের সুযোগ বের হয়ে আসে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখা চাই যে, যদি উঁচু মোড়া, টুল ব্যবহারে কাজ হয়ে যায় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করবে না। তেমনিভাবে হাতলবিহীন চেয়ারে যদি কাজ সেরে যায় তাহলে হাতলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন। সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। বিদআত থেকে দূরে রাখুন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচারসভ্যতা ও রীতিনীতি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

# আপনি মোবাইল ব্যবহার করছেন নাকি মোবাইল আপনাকে ?

**মিযান ডেস্কঃ** নিজেদের সুবিধার জন্যই আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। কিন্তু, বাস্তবে একটু দূর থেকে নিজেকে খেয়াল করলে দেখবেন যে আপনিই যেন ব্যবহৃত হচ্ছেন !

সকালে উঠেই মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলেন কে কী করেছে, কোন কোন নোটিফিকেশন এসেছে। কিছুক্ষণ পর পর মোবাইলে তাকানো যে নতুন কোনো আপডেট এলো নাকি। ২ সেকেন্ড পর পর রিফ্রেশ করা এই চিন্তায় যে ১ সেকেন্ড আগে বন্ধ করায় যদি কোনো নোটিফিকেশন মিস যায় ! এমনকি রাতে ঘুমই হচ্ছে না, হাত চলে গেলো মোবাইলের দিকে। রাত ৩ টা ৫৭ তে কারও জীবনে আপডেট দেয়ার মতো কিছু থাকার কথা না। কিন্তু, তখনও আপডেট দেখতে চোখ চলে যায় টাইমলাইনে।



কোনো বিয়ের দাওয়াতে কিংবা রেস্তোরাঁয় গেলাম। সবাই বসে আছি, কিন্তু যে যার মোবাইলে বুঁদ হয়ে আছি। হয়তোবা পাশের মানুষটির সাথেই মোবাইলে চ্যাট করছি। অনেকে মজা করে হলেও হয়তোবা এটা করছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রতিদিন যে আমরা মোবাইল ফোনকে এত কিছু দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি ? কী দিচ্ছি ? আমাদের সময়, আমাদের মনোযোগ। এই সময় আর মনোযোগ দিয়েই কিন্তু আমরা অন্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করি। আপনজনদের আরও বেশি আপন করি। এই সময় আর মনোযোগ দিয়েই আমরা কাজ করে অর্থ উপার্জন করি। এই সময় আর মনোযোগ হচ্ছে আমাদের জীবনের বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ মানুষের উপর করলে আমাদের সম্পর্ক ভালো হয়, আমরা মানসিকভাবে খুশি থাকি। এই বিনিয়োগ কাজে করলে আমরা টাকা আয় করি। কিন্তু, এই বিনিয়োগ মোবাইলে করলে আমরা কী পাচ্ছি ?

আসলেই ! প্রশ্ন করে দেখুন তো। আমরা মোবাইল ফোনে এত সময় দিয়ে কী করছি। হ্যাঁ, আপনি হয়তোবা ভালো কাজেই ব্যবহার করছেন। কিন্তু, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সময় দিচ্ছেন, তা দিয়ে কী পাচ্ছেন ?

আমরা যখন মানুষকে খালি দিয়েই যাই, কিন্তু কিছুই ফেরত পাই না, তখন বলি যে মানুষটাকে শুধু শুধু আমাকে ব্যবহার করতে দিলাম। কাজে যখন পরিশ্রম করেই যাই, কিন্তু কিছু পাই না; তখন বলি যে খালি খালি মাগনা খাটলাম। এমনই যদি হয়, তাহলে মোবাইলে এত এত সময় বেশি দিয়ে কি আমরা নিজেদেরই ব্যবহার হতে দিচ্ছি না ?

আপনি যত বেশি সময় কোনো অ্যাপে কাটাবেন, অ্যাপে বিজ্ঞাপন থাকলে অ্যাপ নির্মাতা আপনার সময় আর মনোযোগ থেকে টাকা আয় করছেন। হয় আপনি, ফোন ব্যবহার করে আপনার জানা দরকার এমন কিছু শিখবেন, নাহলে আপনার সময় ও মনোযোগ অন্য কেউ ব্যবহার করবে।

মোবাইল ফোনের নেতিবাচক ব্যবহার নিয়ে তো অনেক কথা হলো। মুদ্রার ওপিঠে আমরা যদি মোবাইলের দুর্দান্ত সব ব্যবহার গুলোর কথা ভুলে যাই তাহলে কিন্তু এই বেচারার প্রতি বেশ অবিচার করা হবে। মোবাইলের খারাপ দিকগুলোয় হারিয়ে না গিয়ে মোবাইল ফোনের ভালো দিকগুলোর নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক ব্যবহারই বরং আমাদের জন্য এনে দিতে পারে দারুণ কিছু।

অ্যাকাডেমিক পড়ালেখা থেকে শুরু করে চাকরির জন্য প্রস্তুতি সবই কিন্তু সম্ভব হাতে থাকা মোবাইলটি ব্যবহার করেই। পাশাপাশি ইংরেজি শেখা থেকে শুরু করে প্রযুক্তি শিক্ষা কিংবা পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সাথে প্রতিনিয়ত নিজেকে আপডেট রাখার কাজটিও কিন্তু আমরা করি হাতে থাকা সেই মোবাইলটি দিয়েই। সত্যি বলতে মোবাইলের ভালো কাজের এই ফিরিস্তি ফুরাবার নয় কখনোই। তবে মোবাইল ব্যবহার করে শেখার আছে আমাদের আরও বহু কিছু। এখনো ইন্টারনেটের বিশাল এই জগতে এ ধরনের প্রয়োজনীয় কন্টেন্টের অভাব এখনও চোখে পড়ার মতো। তবে আশার কথা এই যে এ ধরনের প্রয়োজনীয় কন্টেন্টের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

মোবাইল ফোন কিন্তু খারাপ কিছু না। তবে, দিনশেষে মানুষ বলুন, পৃথিবী বলুন কিংবা ফোন বলুন, সবাই সবকিছুই আপনার কাছ থেকে কিছু না কিছু চাচ্ছে। আপনি যা দিচ্ছেন তার বিনিময়ে কি আপনি সঠিক প্রতিদান পাচ্ছেন ? ফোন আপনার সময় ও শ্রম যেভাবে ব্যবহার করছে, আপনিও কি ঠিক সেভাবে মোবাইল থেকে তথ্য, বিনোদন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আদায় করে নিতে পারছেন ? প্রশ্নগুলোর উত্তর যতো দ্রুত খুঁজে পাবো, আমাদের জন্য ঠিক ততোই মঙ্গল।

# বাংলার নবাবদের খাওয়া দাওয়া

সাতের পাতার পর...

এই দিন গোটা শহর জুড়ে সব বাড়ীতে শাহী খাবারের আয়োজন করা হত। ঈদের দিন বিভিন্ন মিষ্টি খাবার যেমন ফিরনি, সেমাই প্রভৃতির আয়োজন করা হত। এইদিন রাজধানী শহরে নবাবী লঙ্গরখানা থেকে দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হত।

এছাড়া বেরা উৎসবের সময়ও দেশ বিদেশ থেকে নানা অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হত। অতিথিদের জন্য ‘এলাহি খানাপিনা’র আয়োজন করা হত। আমন্ত্রিত অতিথিরা নানান রকম বিরিয়ানি, বিভিন্ন ধরণের পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি কাবাব যেমন শামি কাবাব, জালি কাবাব, হাণ্ডি কাবাব, তাশ কাবাব, টিকা কাবাব, শিক কাবাব, মোরগ কাবাব, মুর্গ মাসাল্লাম প্রভৃতি পদ তৃপ্তির সাথে খেতেন।

মহরমের সময় গোটা মাস জুড়েই মুর্শিদাবাদে প্রচুর মানুষের আগমন ঘটত, মহরমে যোগ দিতে আসা মানুষদের ইমামবাড়াতে বিনামূল্যে থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। এই সময় লঙ্গরখানাতে অতিথিদের জন্য বিরিয়ানি, পোলাও এর আয়োজন থাকত, এছাড়া থাকত বিভিন্ন রকমের রুটি এবং মুখরোচক কাবাব।

মুর্শিদাবাদ শহরে নাওরোজ বা পার্শি নববর্ষ উপলক্ষেও আয়োজিত হত নানান অনুষ্ঠান। সেদিনও নবাবী বাবুর্চিখানা ভরে উঠত নানান শাহী খাবারের সুগন্ধে। অসহয়, অভাবী জনসাধারণকে খাওয়ানোর জন্য খোলা হত নবাবী লঙ্গরখানা। সেখনে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এক সাথে বসে খেত।

বাংলার নবাবরা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন পারিবারিক উৎসবে অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানান খাবারের আয়োজন করতেন। এছাড়াও নবাবদের অভিষেকের সময়ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য থাকত শাহী খাবারের দেদার আয়োজন।

ভোজন রসিক হিসেবে মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি ছোটো থেকেই পড়াশোনা করার জন্য ইংল্যান্ডে থাকতেন। ফলে ইংরেজদের খাবারে তিনি ছোট থেকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি দেশীয় মুঘল খাবার এবং ইংরেজি খাবার দুটোই ভালোবেসে খেতেন। তার ভোজন রসিকতা সম্পর্কে নানান কাহিনী আজও লোক মুখে প্রচলিত। গোর্দা রুটি ও তুনকি রুটি  নবাব ওয়াসিফ আলির খুব প্রিয় ছিল। ময়দা ও সুজি দিয়ে তৈরি এই তুনকি রুটি কাগজের মতো পাতলা ছিল, অন্যদিকে গোর্দা রুটি তৈরি হত শালগম ও মাংস দিয়ে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাবাব, কোপ্তা, কালিয়া, ওয়াসেফিকাবুলি, নানা রকমের বিরিয়ানি, এবং বিভিন্ন ধরনের পোলাও যেমন, আখনি পোলাও, জর্দা পোলাও, আনারদানা পোলাও, প্রভৃতি ছিল নবাবের প্রাত্যহিক খাদ্য। অন্যদিকে তিনি বিভিন্ন ফল ও সব্জি থেকে তৈরি মরব্বা, জেলি প্রভৃতিও খুব তৃপ্তির সাথে খেতেন বলে জানা যায়। কথিত রয়েছে যে নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জার খাবারের জন্য দৈনিক ১০৬ টাকা বরাদ্দ ছিল সেই সময়। এবং ৮০ টি বাটিতে করে খাবার সাজিয়ে তার সামনে পরিবেশন করা হত এবং খাওয়া শেষে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে



পরম তৃপ্তি সহকারে মালায় খেতেন। নবাব বাহাদুরের জন্য প্রতিদিন ১৬ টাকা সের হিসেবে আধসের খাঁটি মালায় আসতো।

আম ছিল বাংলার প্রায় প্রতিটি নবাবেরই প্রিয় ফল। নবাবরা ছিলেন আমের পৃষ্ঠপোষক যা মুর্শিদাবাদের আমকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদেই প্রায় ২৫০ প্রজাতির আম পাওয়া যেত। নবাবী আমলে আম কেটে খাওয়া ছাড়াও আমের মোরব্বা, আমের পরোটা, আমের পোলাও ইত্যাদি তৈরি করে খাওয়ারও রেওয়াজ ছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলি মীর্জার আম ছিল ভীষণ পছন্দের ফল। সুগন্ধ যুক্ত ‘চম্পা’, ‘তোতা’, ‘নবাব পসন্দ’ ও ‘কোহিতুর’ আম নাবাব ওয়াসিফ আলির খুব প্রিয় ছিল। নবাবকে আম খাওয়ানোর জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। ‘কোহিতুর’ আমকে তুলোর ভেতরে অতি যত্ন সহকারে রেখে তা প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর নজর রেখে আমের ওপর ও নিচের অংশ বাদ দিয়ে মাঝের আধ ইঞ্চি সারটুকুই নাস্তার সময় নবাবের সামনে হাজির করা হত। সঙ্গে দেয়া হত মাখন, রাবড়ি, হালুয়াসোন, সরভাজা, দুধচাপাতি, শাহীটুকরা সহ আরও অনেক কিছু। নবাবরা এতই আম বিলাসী ছিলেন যে, তারা সারা বছর আম খেতে চাইতেন। কিন্তু সমস্যা ছিল বাংলাদেশে সারা বছর আম ফলেনা তাই সারা বছর ধরে আম খাওয়ার জন্য আম সংরক্ষণের কথা ভাবা হয়, এক্ষেত্রে আমের বোঁটা কেটে দিয়ে সেই জাগায় মোমের প্রলেপ লাগিয়ে আমকে মধু কিম্বা ঘী ভরা পাত্রে সংরক্ষণ করা হত এবং সেই আম শীতের সময় বের করে গরম জলে ধুয়ে নবাবদের খাওয়ানো হত এবং আমের স্বাদও অটুট থাকতো। আজ নবাবী আমল নেই, কিন্তু নবাবদের আম প্রীতির নানান গল্প এখনও মুর্শিদাবাদের মানুষদের মুখেফেরে।

আলোচনার শেষে একথা অনেকের মনে হতেই পারে যে, অওধ,হায়দ্রাবাদ ও রামপুরে নবাবী খাবারের স্বতন্ত্র ঘরানা থাকলেও মুর্শিদাবাদে নবাবী খাবারের কোন ঘরানা গড়ে ওঠেনি কেন ? এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলি মীর্জা নানান অর্থনৈতিক জটিলতায় মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাস করতে বাধ্য হলে তিনি তার শাহী বাবুর্চিদেরও সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যান। তার মৃত্যুর পর তার প্রথম পুত্র ওয়ারিশ আলি মির্জা নবাব হলে তাকেও কলকাতাতে বসবাস করতে হয়। ফলে নবাবদের শাহী বাবুর্চিদের অধিকাংশই তখন থেকেই কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করে এবং তারা পরবর্তীতে আর কখনই মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেনি। নবাবদের মৃত্যুর পর নবাবদের বংশধররা অর্থাভাবে তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করলে তারা কলকাতার স্থানীয় বহু রেস্তোরাঁয় কাজে যোগ দেয়।

অন্যদিকে ১৯৬৯ সালের ২০শে নভেম্বর নবাব ওয়ারিস আলি মির্জার মৃত্যুর পর থেকে ২০১৪ সালের ১২ই আগস্ট পর্যন্ত যোগ্য নবাবের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদের মসনদ খালি পড়েছিল।   নবাব না থাকায় বাবুর্চিদের কদর করার মতো তেমন কেউই ছিল না মুর্শিদাবাদে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের নিজামত পরিবারে যেসব সদস্যরা বসবাস করতেন তাদের আর্থিক সচ্ছলতাও তেমন না থাকায় তাদের রসুইখানায় বাবুর্চি রাখার বিলাসিতা তারা দেখাতে পারেননি। ফলে কর্মচ্যুত হয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে শাহী বাবুর্চিরা কাজের খোঁজে শহরমুখী হয়। কারণ ততদিনে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অস্তমিত হয়ে পড়েছিল।

যে সব অল্প কিছু বাবুর্চি মুর্শিদাবাদে স্থায়ী ভাবে রয়েগেছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্ম উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকদের অভাবে পূর্বপুরুষদের পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় নিয়োজিত পড়ে। এভাবেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ থেকে শাহী নবাবী বাবুর্চিরা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মুর্শিদাবাদে নবাবী খাবারের ঘরানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তবুও আশার আলো এই যে, মুর্শিদাবাদ থেকে শাহী বাবুর্চিরা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও নবাবী খাবার কিন্তু এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। নিজামত পরিবারের মহিলাদের কাছে আজও নবাবী আমলের নানান শাহী খাবারের রেসিপি রয়েগেছে বংশ পরম্পরায়। কিন্তু সেই সব শাহী খাবারের রন্ধন পদ্ধতি গুলি অতিশীঘ্রই লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা না গেলে বাংলার নবাবী ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহনকারী এই সব শাহী খাবার গুলি হয়ত একদিন সবার অজান্তেই চীরতরে হারিয়ে যাবে।

# মুসলিম পরিবারের চারজনকে ট্রাক চাপা দিয়ে হত্যা



**মিযান ডেস্কঃ** কানাডায় একটি মুসলিম পরিবারের ওপর ট্রাক উঠিয়ে দিয়ে চারজনকে হত্যা করেছে একজন চালক। দেশটির পুলিশ একে পরিকল্পিত ও ইসলামবিদ্বেষী ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছে।

স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় অন্টারিও প্রদেশের লন্ডন শহরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। কানাডার স্থানীয় সংবাদমাধ্যগুলোর বরাতে গতকাল সোমবার এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম বিবিসি। খবরে বলা হয়েছে, রাস্তা পার হওয়ার জন্য ওই মুসলিম পরিবারটি সড়কের পাশেই অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় গাড়িটি তাদের ওপর চালিয়ে দেয়া হয়। এতে পরিবারটির চারজন নিহত হন।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন নারী। একজনের বয়স ৭৪ বছর, অপরজনের ৪৪। এ ছাড়া ৪৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ও ১৫ বছরের এক কিশোরী প্রাণ হারিয়েছেন। হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া পরিবারটির একমাত্র সদস্য নয় বছরের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের ইচ্ছার কারণে তাদের কারোর নামই প্রকাশ করেনি পুলিশ। ইসলামবিদ্বেষ থেকেই এই হামলা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

এই হামলায় ঘটনায় নাথানিয়াল ভেল্টম্যান নামের ২০ বছর বয়সী এক কানাডীয় তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হামলার স্থান থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে একটি বিপণিবিতান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারে সময় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অন্টারিওর লন্ডন শহরের বাসিন্দা নাথানিয়ালের বিরুদ্ধে হত্যার চারটি এবং হত্যাচেষ্টার একটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

এক টুইট বার্তায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো লিখেছেন, অন্টারিও প্রদেশের লন্ডনের খবর শুনে আমি মর্মাহত। ঘৃণিত ঘটনায় যারা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আমরা তাদের পাশে আছি। আমরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুটিরও পাশে আছি। তার জন্য আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। সুস্থ হয়ে উঠলে তুমি আমাদের অন্তরে ঠাঁই পাবে।

## কানাডায় হত্যার নিন্দায় ট্রুডো-ইমরান খান

**মিযান ডেস্কঃ** কানাডার ওন্টারিওতে একটি মুসলিম পরিবারের ওপর ট্রাক চালিয়ে দেয়ার ঘটনায় ওই পরিবারের ৫ সদস্যের মধ্যে ৪ জনই নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দুই নারী, এক কিশোরী এবং একজন মধ্যবয়স্ক। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

নিহতরা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এই হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন। এক টুইট বার্তায় ইমরান খান জানিয়েছেন, তিনি এই ঘটনায় খুবই আহত হয়েছেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে ক্রমাগত ইসলামভীতি বেড়ে যাওয়ার ঘটনায় তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানিয়েছেন, তার দেশে ইসলামভীতির কোনো জায়গা নেই। এক বিবৃতিতে তিনি জানান, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তিনি হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের পাশে আছি। দুর্ঘটনায় ৯ বছর বয়সী এক শিশু আহত হয়েছে। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন ট্রুডো।

ওন্টারিওতে নিহত দুই নারীর বয়স যথাক্রমে ৭৪ ও ৪৪ বছর। ওই দুর্ঘটনায় ১৫ বছরের এক কিশোরী এবং ৪৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তিও নিহত হয়েছেন। ২০ বছর বয়সী নাথানিয়াল ভেল্টম্যান নামের এক যুবক ওই হামলা চালিয়েছেন।

পূর্বপরিকল্পিতভাবেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে বিদ্বেষমূলক অপরাধ হিসেবে দেখছেন অনেকে। হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে নাথানিয়ালকে আটক করেছে কানাডিয়ান পুলিশ। তবে হামলাকারী কোন বিদ্বেষমূলক অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রুপের সদস্য কিনা তা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এক সংবাদ সম্মেলনে ওন্টারিওর পুলিশ সুপার বলেন, হত্যার ধরন দেখে এটাকে বিদ্বেষমূলক অপরাধ বলা যেতে পারে। পরিবারটি মুসলিম বলেই নাথানিয়াল তাদের ওপর ট্রাক চালিয়ে দিয়েছেন। এটাকে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পুলিশ সুপার আরও বলেন, ঘটনাটি নিয়ে আরও পর্যবেক্ষণ দরকার।

লন্ডন সিটির মেয়র এড হোল্ডার এই ঘটনাকে গণহত্যা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে টরন্টোর মেয়র মুসলিম পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এক হামলায় ওই পরিবারের তিন প্রজন্ম নিহত হয়েছে। তাদের ইসলামিক বিশ্বাসের ওপর ক্ষোভ থেকে এই হত্যার ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা মুসলিম কমিউনিটির পাশে আছি।'

তিনি আরও বলেন, পুরো শহর মুসলিমদের পাশে আছে। তিনি বলেন, 'এই সহিংসতার পেছনে দায়ী হিংসা, ঘৃণা এবং ইসলামভীতিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।'

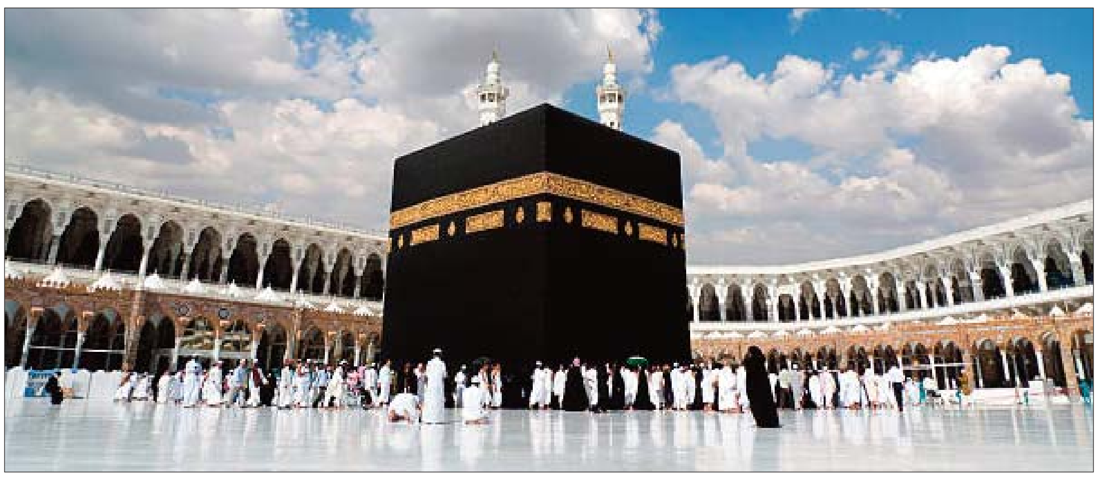


"আমি এই ঘটনায় খুবই মর্মাহত। পশ্চিমা দেশগুলোতে ক্রমাগত ইসলামভীতি বেড়ে যাওয়ার ঘটনায় আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়।



"এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমি মর্মাহত। হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের পাশে আছি। দুর্ঘটনায় ৯ বছর বয়সী এক শিশু আহত হয়েছে। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

# এবছরেও ছায়াহীন হবে কাবা শরীফ



**মিযান ডেস্কঃ** কাবা শরীফ আবারও ছায়াশূন্য হয়ে পড়তে যাচ্ছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৬ জুলাই এই ঘটনা ঘটবে। এর আগে গত মাসের শেষ দিকে ২৮ মে তারিখেও ছায়াশূন্য অবস্থায় ছিল কাবা শরীফ।

এ বিষয়ে জেদ্দা অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল সোসাইটি জানিয়েছে, গত ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) দুপুর নাগাদ মক্কার পবিত্র কাবা শরীফের সঙ্গে সরাসরি একই লাইনে অবস্থান করে সূর্য। সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুটি সে সময় কাবার ঠিক ওপরে উঠে আসে। তারা আরও জানায়, ওই দিন মক্কানগরীতে ভোর ৫টা ৩৮ মিনিটে সূর্যোদয় হয়। উত্তরপূর্ব দিকটি থেকে সূর্য ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করে এবং দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটে তা ঠিক কাবা শরীফের মাথার ওপর উঠে আসে। আর সে কারণে সাময়িক সময়ের জন্য পবিত্র এই ঘরের কোনো দিকে কোনো ছায়া ছিল না।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীর অক্ষরেখায় সূর্য ২৩.৫ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থান নিয়ে বিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ঘুরতে থাকে। এভাবে একবার উত্তর গোলার্ধে একবার দক্ষিণ গোলার্ধে যায়। আর এই আসা যাওয়ার পথে বছরে দুইবার সরাসরি পবিত্র কাবা শরীফের ঠিক উপরে অবস্থান করে এটিকে ছায়াশূন্য করে দেয়।

একইভাবে আগামী ১৬ জুলাই মধ্যদুপুরে যখন সূর্য মধ্য গগনে থাকবে তখন মাটিতে কোনো ছায়া পড়বে না পবিত্র কাবা শরীফের। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সূর্যের এই অবস্থানকে 'ছায়াশূন্য (জিরো শ্যাডো)' অবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন। বছরে অন্তত দুবার মক্কায় এই ঘটনা ঘটে।

# মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলে সংঘর্ষে ঘর ছাড়া প্রায় ১ লাখ মানুষঃ জাতিসংঙ্ঘ

**মিযান ডেস্কঃ** সামরিক অভ্যুত্থান পীড়িত দেশ মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলে দেশটির সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহী বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষে প্রায় এক লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার জাতিসংঙ্ঘ একথা জানায়।



গত ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক জেনারেলদের হাতে অং সান সুচির সরকারের পতনের পর থেকে মিয়ানমারে বিশৃঙ্খলা লেগেই রয়েছে এবং দেশটির অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি করার জন্য সুচির সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়।

দেশটির বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়, বিশেষকরে শহরতলিগুলোতে পুলিশের হাতে অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। এসব এলাকায় স্থানীয় কিছু মানুষ 'প্রতিরক্ষা বাহিনী' গড়ে তুলেছে।

মঙ্গলবার জাতিসঙ্ঘের মিয়ানমার দফতর জানায়, দেশটির বেসামরিক বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সাম্প্রতিক বাছবিচারহীন হামলা ও ব্যাপক সংঘর্ষে প্রায় এক লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলীয় থাই সীমান্তবর্তী কায়াহ রাজ্যে এ দমনপীড়ন চালানো হয়।

তারা আরো জানায়, সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত এসব এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, আশ্রয়কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনী এসব এলাকায় চলাফেরার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করায় অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য সরবরাহ বিলম্বিত হচ্ছে।

কায়াহ রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন গ্রামে মোতায়েন করে রাখা কামান ব্যবহার করে গোলা বর্ষণ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে দায়ী করে।

# রাস্তায় সপাটে চড় খেলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ



**মিযান ডেস্কঃ** কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে করোনা সংক্রমণ। খানিকটা শিথিল হয়েছে বিধিনিষেধ। এহেন পরিস্থিতিতে জনতার মনোবল বাড়াতে রাস্তায় ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সেই সময় তাঁর গালে সপাটে চড় মারে এক ব্যক্তি।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দক্ষিণপূর্ব ফ্রান্সের ভ্যালেন্স শহরের কাছেই একটি রাস্তায় হাঁটছিলেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। তাঁকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে ব্যারিয়ারের ওপর দিকে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকেই। হাঁটতে হাঁটতে হালকা মেজাজে দু'চারটে কথাও বলছিলেন ম্যাক্রোঁ। সেইসময় একব্যক্তিকে নমস্কার জানিয়ে আরও এক যুবকের দিকে করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে ম্যাক্রোঁর গালে সপাটে চড় বসিয়ে দেয় ওই ব্যক্তি। পাশাপাশি, 'ম্যাক্রোঁবাদ নিপাত যাক' বলেও চিৎকার করে ওঠে হামলাকারী আকস্মিকতা কাটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নিয়ে যান তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত যুবকসহ দু'জনকে। এই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন নেটাগরিকদের অনেকেই।

এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফ্রান্সে। নিন্দায় সরব হয়েছেন শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী নেতারা। হামলার ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী জিন ক্যাসটেক্স। তিনি বলেন, কোনও ক্ষেত্রেই হিংসা বা হামলার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। ফরাসি প্রেসিডেন্টের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেছেন অতি দক্ষিণপন্থী নেতা ম্যারিন লি পেন। তাঁর কথায়, গণতান্ত্রিক আলোচনা অনেক সময় তিক্ত হয়ে ওঠে। তবে হামলার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারীর দাপটে আতঙ্কিত গোটা বিশ্ব। একাধিক বিধিনিষেধে পালটে গিয়েছে পরিচিত জীবন। তবে এহেন সংকট কালেও কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে ইউরোপ। ছ'মাস লকডাউনে থাকার পর গত মে মাসে খানিকটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স। ক্যাফে, রেস্তরাঁ খোলার অনুমতি মিলেছে। এতদিন পর্যন্ত সন্ধে ৭টা থেকেই নাইট কারফিউ বলবৎ হত। এবার তা পিছিয়ে রাত ৯টা করা হয়েছে। মিউজিয়াম, থিয়েটার, সিনেমা হল খোলারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

# উইঘুর মুসলিম আগামী ২০ বছরে এক-তৃতীয়াংশ কমতে পারেঃ রিপোর্ট

**মিযান ডেস্কঃ** জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য চীনের সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের জনসংখ্যা আগামী ২০ বছরে একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। জার্মানির একজন গবেষক সম্প্রতি এক নতুন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তথ্য তুলে ধরেছেন।

এই বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য চীন সরকার যে আঞ্চলিক নীতি গ্রহণ করেছে তাতে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের জিনজিয়াংয়ে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা আগামী ২০ বছরে ২৬ লাখ থেকে ৪৫ লাখ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

জিনজিয়াং প্রদেশে জোরপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু পশ্চিমা দেশ চীনকে গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু এই অভিযোগ অস্বীকার করে চীন বলেছে জন্মহার কমে যাবার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। জিনজিয়াং প্রদেশে চীন সরকারের দমনপীড়নের কারণে উইঘুর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জনসংখ্যার উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন জার্মানির গবেষক অ্যাডরিন জেনজ। চীনে সরকারের নতুন নীতির আগে দেশটির গবেষকরা ধারণা করেছিলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে জিনজিয়াং প্রদেশে এক কোটি ত্রিশ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু চীন সরকারের নতুন দমনপীড়নের কারণে জিনজিয়াং প্রদেশে আগামী জনসংখ্যা হতে পারে ৮৬ লাখ থেকে এক কোটি পাঁচ লাখ। জার্মান গবেষক জেনজ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, উইঘুর মুসলিমদের বিষয়ে চীন সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে সেটি উঠে এসেছে এই গবেষণায়।

জেনজ তার রিপোর্টে বলেছেন, ২০১৯ সালের মধ্যে জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ সেখানকার চারটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর জবরদস্তিমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করে। এজন্য সন্তান জন্মদানে সক্ষম ৮০ শতাংশ নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ধরণের সার্জারি এবং বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মসূচি নেয় হয়। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, জিনজিয়াং প্রদেশে চীন প্রায় ১০ লাখ উইঘুর মুসলিম এবং অন্য সংখ্যালঘুদের আটকে রেখেছে। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।

খবরে বলা হচ্ছে, চীনের মূলধারার হান জনগোষ্ঠিকে জিনজিয়াংয়ের কিছু এলাকায় বসবাসের জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে।

জার্মান গবেষক জেনজয়ের বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, চীন সরকারের নতুন নীতির কারণে জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের জনসংখ্যা কমলেও হান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়বে। চীনের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে জন্মহার প্রায় ৪৯ শতাংশ কমেছে। গত সপ্তাহে চীন সরকার ঘোষণা করেছে যে এখন থেকে দম্পতিরা তিনটি পর্যন্ত সন্তান নিতে পারবে। চীনে আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে জন্মহার ব্যাপকভাবে কমে যাবার তথ্য প্রকাশিত হবার পরে সরকার এই ঘোষণা দিয়েছে। তবে জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে চীনের ভিন্ন নীতি দেখা গেছে। ফাঁস হওয়া বিভিন্ন তথ্যে দেখা যাচ্ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কোটা ছাড়িয়ে গেলে নারীদের আটকে রাখা হচ্ছে কিংবা শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

জার্মান গবেষক জেনজ এর আগে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেখানে বলা হয়েছে, জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু গর্ভবতী নারীরা যদি গর্ভপাত করাতে রাজী না হয় তাহলে তাদের আটকে রাখার হুমকি দেয়া হচ্ছে। অনেক নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য এবং জোরপূর্বক তাদের বন্ধ্যা করা হচ্ছে।

তবে চীন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলছে, উইঘুর মুসলিমদের টার্গেট করে সেখানে কিছু করা হচ্ছে না। সার্বিকভাবে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রভাব জিনজিয়াংয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরও পড়েছে।

এছাড়া সে অঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সহজলভ্য হওয়ায় জন্মহার কমেছে বলে চীন দাবি করছে। এক বিবৃতিতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলছে, সেখানে গণহত্যার যে কথা বলা হচ্ছে সেটি 'পুরোপুরি ননসেন্স'। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে যে চীনবিরোধীরা রয়েছে এটি তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। তারা সবসময় চীনভীতিতে ভোগে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, এই গবেষণা এবং এর পদ্ধতির বিষয়টি তারা বিভিন্ন গবেষকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যারা জনসংখ্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। র্মান গবেষক জেনজয়ের নতুন এই গবেষণাকে তারা ভালো হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে কোনো কোনো গবেষক সতর্ক করে বলেছেন, কয়েক দশক পর্যন্ত জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্লেষণ এমন কিছু বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে যেগুলো হয়তো আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়।

## পাঠকের মতামত

# পরিক্ষা বাতিল একটি প্রজন্মকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হলো

করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই ঘোষণা করেছেন। তার আগে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।তাঁরাও নাকি পরীক্ষা বাতিল করার পক্ষে। ঘোষণার আগের দিন মেইল করতে বলা হলো সাধারন মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য যে পরীক্ষা নেয়া উচিত কি উচিত না। প্রায় ৩৪ হাজার মেইল রোবটিক পদ্ধতিতে পড়ে জানালো বেশিরভাগ অভিভাবক নাকি পরীক্ষা চাননা। এখন প্রশ্ন হলো এই মহামারিতে তার নিজের সন্তান গুলো আক্রান্ত হোক বা কোন ক্ষতি হোক সেটা কোন অভিভাবক চাইবে? প্রোপার সেফটির ভরসা না পেলে তাদের বাচ্চাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেনা। এখানেই সরকারের আসল ভূমিকা। ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকদের নিশ্চিন্ত রেখে পরীক্ষা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব। তাদেরকে শিক্ষা মুল্যায়নের গুরুত্ব বোঝানোও সরকারের দায়িত্ব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারকে ভূমিকা নিতে হয় যেটা জনগন মেনে নেয়, যেমন লকডাউন এর বিধি নিষেধ এর ক্ষেত্রে। নাহলে পুরো সমাজ এর ফল ভোগকরে।



মিটিং চলবে, মিছিল চলবে, সমাবেশ হবে। উপ নির্বাচন হবে আরমাত্র কয়েকদিন পর, ফলে খেলাও হবে! কিন্তু পরীক্ষা হবে না? যারা এতদিন ধরে নিজেদের তৈরি করছিলেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটা দিব বলে, বা মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতে না পারায় নিজেকে পাল্টে ফেলে রাতদিন এক করে পড়াশোনা করা ছেলেটা যে কিনা ভেবেছিলো এবার দেখিয়ে দেবো। তাদের আর দেখানো হলোনা তারাও যে পারে! আচ্ছা বলুনতো ভবিষ্যতে যখন এই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাবে তখন এদেরকে যে মাশুল গুণতে হবে তার দ্বায়ভার কার উপর পড়বে। বিশ্বাস করুন সব পড়ুয়াদেরকেই বহন করতে হবে। আর ঠান্ডাঘরে বসে প্ল্যান করে যারা সার্টিফিকেট দিবে তারা সেদিনও ঠান্ডা ঘরেই বসে থাকবে।

সত্যি কি সেকুলাস বিচিত্র এ ব্যাবস্থা। যেখানে সব চলে শুধু চলেনা শিক্ষা ব্যবস্থা। জানিনা কোন অদৃশ্য কারন এর পিছনে কাজ করছে।

যে কারণই থাকুকনা কেন,এর ফলাফল হবে খুবই ভয়াবহ। ইতিমধ্যেই মেধাবী শিক্ষার্থীরা মানুষিকভাবে ভেঙে পড়েছে।এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও আমাদের সামনে এসেছে। যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি কিছুটা আগ্রহ নিয়ে বসে ছিলেন তারাও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। ডুবে থাকছে মোবাইল ল্যাপটপে অনলাইন গেমে।

ফলে একটি প্রজন্ম আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেরকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ সরকারকেই সর্বাগ্রে নিতে হবে।

*সফিকুল ইসলাম মন্ডল*
*পন্ডিতপুর, থানারপাড়া, নদীয়া*

MIJAN

13 June 2021

R.N.I. REGISTERED No. 30196/1991
Postal Registration No.
KOL RMS / 281 /2013-2015
Phone : 2249 0987, Fax: 2246 1482
Email: mizanweekly@gmail.com




বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্টের পক্ষে সেখ নাসিম আলী কর্তৃক ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক এল. এস. পাবলিকেশন্স প্রা. লি., ৪, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-১৫ হইতে মুদ্রিত। **সম্পাদক : সেখ মুসিয়ার রহমান**
Publisher & Printer Sk Nasim Ali on behalf of Bangla Islami Prakashani Trust, 27B Lenin Sarani, Kol-13. Printed from LS Publications Pvt. Ltd., 4 Cannel West Road, Kol-15. **Editor: Sk Mushiar Rahaman**